১লা থেকে ৩১শে জানুয়ারী 2022

া্যাম সুন্দর কোং





PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 18 Issue ● 18 January, 2022, Tuesday ● ৪ মাঘ, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

হরে রাম, হরে কোভিড, কৃষ্ণ কৃষ





রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিক সম্মেলন এবং সাংবাদিকদের সম্মুখীন হয়ে করোনা বিধি পালনের জন্য সাম্প্রতিককালে যে আহ্বান রেখেছেন, তাকে ধুলিস্যাৎ করলো এই উৎসব-আয়োজন। সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে মাস্ক না পরার জন্য যে সরকার ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করতে পারে, সেই সরকার এমন একটি উৎসবের অনুমতি দিতে পারে? ধর্মে বুঝি সব পার? দুর্যোগ মোকাবিলা আইন এতটাই ঠুনকো? সোমবার সোনামুড়ার কাঁঠালিয়া অঞ্চলের রামঠাকুর মন্দির চত্বরে আয়োজিত ৫৮তম উত্তরায়ণ উৎসবের এই ছবিটি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকেই অমান্য করলো না, গত ৯ তারিখের রাজ্যের মুখ্যসচিবের স্বাক্ষরিত করোনা-নির্দেশিকাকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালো। প্রশ্ন একটাই, যখন রাজ্যে প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তখন প্রশাসন রাজ্যের একেক জায়গায় একেকভাবে আইন প্রণয়ন করার উন্মত্ত খেলায় কেন নেমেছে? সু-শাসনের এ কেমন নির্লজ্জ উদাহরণ?

সঞ্চালিকার সম্মানহানির অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে একটি চ্যানেলের সঞ্চালিকাকে হেনস্থা করার অভিযোগ জমা পড়লো পশ্চিম মহিলা থানায়। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে চালিত একটি চ্যানেলের সঞ্চালিকা চারজনের নামে মামলাটি করেছেন। তারা হলেন ইন্দ্রজিৎ বণিক, প্রসেনজিৎ দাস, সুব্রত মজুমদার এবং দেবব্রত সরকার। ওই সঞ্চালিকার দাবি, চ্যানেলে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে তার একটি ব্যক্তিগত কথাবার্তার অডিও-ভিডিও সা সম্প্রচার হয়। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এই অডিও-ভিডিও সরিয়ে নেয়। কিন্তু ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে অভিযুক্তরা এই ভিডিও ছড়িয়ে তার সম্মানহানি করেছে সামাজিক মাধ্যমে। এই ঘটনায় দ্রুত তদন্ত এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি তুলেছেন ওই সঞ্চালিকা। যদিও

নয়া দাওয়াই রামপ্রসাদ

রণজয়ের পর প্রবীর পেলো গোমতী, তালিকায় তাপস

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ভোট যুদ্ধে নিজের গড় বড়দোয়ালির



রণজয় দেব, চেয়ারম্যান

বাইরে গিয়েও জয় ছিনিয়ে এনেছেন রামপ্রসাদ পাল। কিন্তু এর আগে নিজের দলে সভাপতি পদে দাঁডিয়ে একেবারে জেতার অবস্থা থেকে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পুলিশ রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় যুক্ত পড়েছিলেন তিনি রাজনৈতিক কাউকে • এরপর দুইয়ের পাতায় | নানা অংকের গোলকধাঁধায়। কিন্তু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রেগায় একের পর

এক দুর্নীতির চিত্র যখন রাজ্য সরকারের মুখাবয়বকে কালিমালিপ্ত করেছে

তখনই সেই কালি সাফ করার জন্য ময়দানে নেমে সুনীল দেববর্মাকে

উদ্ধার করেছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণ দেববর্মা।

রেগায় একের পর এক পঞ্চায়েতে ঢালাও দুর্নীতি ঢাকতে উপমুখ্যমন্ত্রী

যখন ব্যর্থ কোনওভাবেই হিসেব মেলাতে পারছেন না তিনি বরং দিল্লির

কাছে মখ পোডার অবস্থা তার, তখনই নিজের পিঠ বাঁচাতে অডিট

অধিকর্তার চেয়ার বদলকেই হাতিয়ার করেছেন তিনি। যেখানে সমস্ত

নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যীষ্ণুবাবুর ঘনিষ্ঠজন সুনীল দেববর্মাকে

নিযুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছুপা হননি তিনি। দেখা গিয়েছে, গত ৪৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মন্ত্রী পদে আসীন হয়ে তিনি বুঝিয়ে দফতরে, শীর্ষ নেতাদের বাড়িতে দিয়েছেন দল চালানোর ক্ষমতা গিয়েও সংস্কারপন্থী শিবিরের নেতৃত্ব পেলে দলে আদিপন্থী, নতনপন্থী,



প্রবীর নাগ, চেয়ারম্যান

কংখেস পন্থী, সিপিএমপন্থী, তৃণমূলপন্থী সব গুছিয়ে দিয়ে সম্মিলিতভাবেই গড়ে তুলতে পারতেন মোদিপন্থী, বলা ভালো পদ্মপন্থী দল। দলে ব্রাত্য হয়ে গিয়ে তিনিও হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন সংস্কারপন্থী শিবিরে। দিল্লিতে দলীয়

মাসে কাঁঠালিয়া রকের ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগায় মোট ৬ কোটি ১৯

লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০৮ টাকার বিচ্যতি ধরা পড়েছে। যেখানে ঢালাও হারে

আত্মসাৎ-এর ঘটনাও ঘটেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই ব্লকের ২৪টি

গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকয়টিতেই সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়। এতে মোট ৫

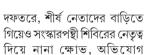
কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৯৫ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়ে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সোশ্যাল

অডিট সম্পন্ন হলেও সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও অডিট হয়নি। তবে

১৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে মোট ৪৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪০৭ টাকা আত্মসাৎ-র

ঘটনা ঘটে যায় বলে সোশ্যাল অভিটে ধরা পড়েছে। কারা এই অর্থ

আত্মসাতের সঙ্গে যুক্ত এরও বিস্তারিত বিবরণ 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়





তাপস ভট্টাচার্য, (ওয়েটিং)

উগলে দিয়েছিলেন তিনি এবং সংস্কারপন্থী নেতারা। যে দলে রামপ্রসাদবাবর সঙ্গী ছিলেন বর্তমান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা, মন্ত্রিসভার পরবতী সম্প্রসারণেই সংস্কারপন্থী শিবির থেকে

মৃত্যুর খবরের পর থেকেই সোশ্যাল

মিডিয়ায় নেটিজেনদের শ্রদ্ধা উপচে

পড়ছে। সোমবার সসম্মানে তার

শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেই

আয়োজনে বনকর্মী থেকে স্থানীয়

আদিবাসী জনতা একযোগে শ্রদ্ধা

জানিয়েছেন তাকে। কেন এই

বাঘিনীকে নিয়ে এত আলোচনা?

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে

মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ

ফরেস্টে চারটি বাঘের শাবকের

জন্ম হয়েছিল। তাদেরই একজন,

কলারওয়ালি। ২০০৮ সালের মার্চ

মাসে বাঘিনীটির গলায় একটি

রেডিও কলার লাগানো হয়েছে।

কয়েকদিন পর সেটি অকেজো হয়ে

পড়ে। দু'বছর পর আরেকটি কলার

লাগানো হয়। তারপর থেকেই

পর্যটকরা এই বাঘিনীর নাম রাখেন

কলারওয়ালি। ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞদের

এরপর দুইয়ের পাতায়

মতে,

মেয়াদহীন ওষুধে বিশেষ

না ফেরার দেশে

ইয়েমেনের জঙ্গিদের

ড্রোন হামলায় হত

মার্চেই ১২ থেকে

১৪ বয়সীদের

টিকাকরণ!

কথক সম্রাট

দুই ভারতীয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৭ জানুয়ারি।। আজাদি কা অমৃত উৎসব! পুর নিগম'র সাফাই কর্মীরা বিনা পয়সার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে গিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ পেয়েছেন। মিলন ভৌমিক শীল শৰ্মা নামে এক মহিলা, তিনি ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করেন, তার সাথেই এমন হয়েছে।



তাকে দেওয়া সরকারি সাপ্লাইয়ের ইউনিকেয়ার ইভিয়া'র অ্যামোক্সিসিলিন ক্যাপসুল''র সময় পেরিয়ে গেছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। স্বাধীনতার ৭৫ বছর হয়েছে, তার উদ্যাপন চলছে। উদ্যাপনের অংশ হিসাবে কোভিড সময়েও ছুটির দিনে পড়ুয়াদের ডেকে 'সূর্য নমস্কার' করানো হয়েছে আগের কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই। উদ্যাপনের অংশ হিসাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, হাসপাতাল বাদ দিয়ে ডাক্তার-সহ গুটিকয় স্বাস্থ্যকর্মীকে একটি আরবান পিএইচসি থেকে তুলে নিয়ে আগরতলা টাউন হলে বসানো হয়েছিল পুর নিগম"র কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। কোভিড সময় চলছে, এমনিতেও এই সময়ে জুর-কাশির প্রবণতা থাকেই, এবং সেসব রোগ নিয়ে গেলে আইজিএম হাসপাতালে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কোভিড টেস্টেরও ব্যবস্থা ছিল না বিশেষ ক্যাম্পে। আইজিএম হাসপাতালে এক বিশাল বহুতল ফাঁকা পড়ে আছে, তৈরি এরপর দুইয়ের পাতায়

কেলেঙ্কারি। বদলি কেলেঙ্কারি। ভর্তি কেলেক্ষারি। এমন অনেকগুলো কেলেঙ্কারির কথা রাজ্যবাসী জানলেও, 'নতুন' একটি কেলেক্ষারি নীরবেই ঘটে গেছে রাজ্যে। গত কয়েক বছরে কেলেস্কারিটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই কেলেঙ্কারির নাম 'ওষ্ধের দোকান' কেলেঙ্কারি। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের হিসেব অনুযায়ী, সারা রাজ্যে ৪০০ থেকে ৭০০টি ওয়ুধের দোকান বিনা লাইসেন্স অথবা বিনা ফার্মাসিস্ট সহকারেই চলছে। ফার্মাসিস্টহীন এবং সে-সাথে লাইসেন্সহীন ওযুধের দোকানের সংখ্যা ঠিক কত,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। জমি

কেলেঙ্কারি। চাকরি কেলেঙ্কারি।

রেশন কেলেঙ্কারি। আদা

তা খতিয়ে দেখার কোনও উপক্রম এখনও গড়ে তুলতে পারেনি দফতরটি। গত কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্য দফতরের গুর্খাবস্তিস্থিত ড্রাগ কন্ট্রোলারের কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে রাজ্যজুড়ে লাইসেন্স এবং ফার্মাসিস্টহীন ওয়ধের দোকান সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচনায় উঠে

আসে। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা

ডা. শুভাশিস দেববর্মার বিনা

নজরদারি এবং দফতরের কয়েকজন কর্মীর উপর উনার 'এক্সট্রা কনফিডেন্স', রাজ্য জুড়ে বেআইনি ওযুধের দোকান খোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সারা রাজ্যে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টের

ফার্মাসস্টের চেয়ে দোকান বেশি!

কেলেঙ্কারির নাম 'ওষুধের দোকান'

ছাড়া ওষুধের দোকান চালানো আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু যে রাজ্যে মোট ফার্মাসিস্টের সংখ্যার চেয়ে ওয়ুধের দোকানের সংখ্যা বেশি, সেখানে রিনিউ বিষয়টি আলোচনাতেই ঠাঁই পায়



সংখ্যা প্রায় ২৯০০ থেকে ৩০০০। অথচ. দফতরের গুরুত্বপর্ণ এক বৈঠকে সম্প্রতি এই তথ্য উঠে আসে যে, রাজ্যজড়ে প্রায় ৩৫০০ থেকে ৩৭০০টি ওষধের দোকান ব্যবসা করছে। তার মধ্যে ৫০০ থেকে ৭০০টি দোকানই বিনা ফার্মাসিস্ট সহকারে চলছে। অনেকগুলোর লাইসেন্স পর্যন্ত নেই। অভিযোগ এটাও, রাজ্যজুড়ে যতগুলো ওষুধের দোকান আছে, তার মধ্যে প্রায় ৭০০টি দোকান সময়মতো

না। উল্লেখ্য, বর্তমানে ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্বে আছেন ধীমান সিনহা। ত্রিপুরা স্টেট ফার্মেসি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্বে আছেন ডা. তপন কমার ঘোষ। অন্যদিকে, এই একই কার্যালয়ে ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন 'দ্য ফেমাস' নারায়ণবাব। এই তিনজনের চক্রটি নানাভাবে রাজ্যজড়ে ফার্মাসিস্টহীন ওষুধের দোকান 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

ভুয়া এসসি সার্টিফিকেট বাতিল টিসিএস পদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। তপশিলি জাতি সার্টিফিকেট ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায়, তা বাতিল হয়েছে, সেই কারণে উত্তম দাস বৈষ্ণব'র টিসিএস ক্যাডারশিপ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তিনি পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার থেকে পদোন্নতি পেয়ে টিসিএস গ্রেড-ট অফিসার হয়েছিলেন ২০১১ সালে।জমি নিয়ে অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন, সাময়িক বরখাস্ত থাকা অবস্থাতেই তার টিসিএস ক্যাডারশিপ



নেয় যে উত্তম দাস বৈষ্ণব তপশিলি জাতিভুক্ত "ধোবা" সম্প্রদায়ভুক্ত নন। গতবছরের ৩০ নভেম্বর স্ক্রুটিনি কমিটি নির্দেশ দেয়, উত্তম দাস বৈষ্ণবকে ১৯৯১ সালের ৩১ জানুয়ারি যে এসসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল, সেটি বাতিল করে বাজেয়াপ্ত করার। ত্রিপুরা এসসি অ্যান্ড এসটি রিজার্ভেশন রুলস অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলে স্ক্রিটিনি কমিটি। সেইমত পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার থেকে এসসি কোটায় টিসিএস ক্যাডার হিসাবে উত্তম দাস বৈষ্ণব যে পদোন্নতি পেয়েছিলেন, তা বাতিল করে দেওয়া হয়। সাধারণ প্রশাসন'র তরফে এই

বাতিল হয়েছে। আগরতলার ধলেশ্বরের জনৈক স্বপন শুক্লদাস ন্যাশনাল



নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রধানের ছেলে গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ জানুয়ারি।। বিজেপি"র এক প্রধানের ছেলে জয়ন্ত দেব নেশা কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন সোমবারে। তাকে তিনদিনের জন্য রিমান্ডে এনেছে



পুলিশ। শাসকপন্থীদের মধ্যে বখরার গভগোলের জেরে ধড়পাকড় বলে জানা গেছে। গত বছর সেপ্টেম্বরে সিঙ্গিছড়ায় নেশার বস্তু ধরা হয়, সাথে একজন গ্রেফতার হন। সেই মামলায় আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। গত ৫ জানুয়ারি প্রীতম পাল চৌধুরি নামে এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আশেপাশের গ্রামবাসীরা সকলে দিন গহীন অরণ্যের নিস্তব্ধতা এদিন দেশজুড়েই শোক। বাঘিনীর

মধ্যপ্রদেশ, ১৭ জানুয়ারি।। ১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া 'হাতি মেরে সাথী' সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে এই 'মৃত্যু'। রাজেশ খান্না-তনুজা অভিনীত ওই সিনেমা কিভাবে কয়েকটি হাতিকে ঘিরে এখনও পশুপ্রেমীদের রোমাঞ্চ জাগিয়ে রাখে, তা সকলেরই জানা। কিন্তু এক বাঘিনীর মৃত্যুকে ঘিরে একথা প্রমাণিত হলো, ফের একবার, মানুষের সঙ্গে পশুদের কখনও কখনও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। না হলে এক বাঘিনীর মৃত্যুতে কাঁদতে পারে গোটা গ্রাম? সুবিশাল অরণ্য। সেখান থেকেই চিতা সাজানোর জন্যে মরা গাছের ডাল জোগাড় করেছেন গ্রামবাসীরা। সঙ্গে বন দফতরের কর্মীরা। কেউ আঁচলে চোখ মুছছেন, কেউ অঝোরে কাঁদছেন।

মিলে একযোগে কাঁদছেন, এমন দৃশ্য শেষ কবে দেখেছে এই দেশ? না। আর কোনওদিন তার আবেগ এবং নানা স্মৃতিকে সঙ্গে



নিয়ে, মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভের প্রধান আকর্ষণ, এক বাঘিনী, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর সেজন্যই গ্রাম জুড়ে শোক। জঙ্গলের কোনও পশুর প্রয়াণে,

গ্রামবাসীদের দুঃখ, আর কোনও দেশজুড়ে বিখ্যাত ছিল।তার প্রয়াণে

তাকে। ১৭ বছর বয়সে জীবনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে হার মানলো বাঘিনীটি। মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভের এই বাঘিনী

ভেঙে 'কলারওয়ালি' ডেকে উঠবে

সোজা সাপ্টা

নাটকবাজি

একদিকে ওমিক্রন তো অন্যদিকে দেশের পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। দেশবাসী ঠিক বুঝতে পারছে না তাদের কাছে ওমিক্রন বেশি গুরুত্বপূর্ণ না পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন। একদিকে করোনার টিকাকরণের বর্ষপূর্তির উৎসব চলছে তো অন্যদিকে দৈনিক প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। একই সাথে পাঁচ রাজ্যে চলছে ভোট উৎসব। দেশবাসীর সামনে এখন আতঙ্ক তৈরি করে যাচ্ছে করোনা তথা ওমিক্রন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নাকি ব্যস্ত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে। ত্রিপুরায় এখন প্রতিদিন করোনা আক্রান্তে রেকর্ড হচ্ছে। মৃত্যুও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির নাটকবাজি চলছে। কেউ বলছে করোনার এই দাপাদাপির জন্য 'ও' দায়ী তো পাল্টা 'ও' বলছে 'সে' দায়ী। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, কোন রাজনৈতিক দলই করোনা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপরও করোনার জন্য রাজ্য কতটা তৈরি? টিকাকরণের বর্ষপূর্তি নিয়ে এত প্রচার, এতো উৎসব চলছে। কিন্তু তারপরও কেন দৈনিক তিন লক্ষ আক্রান্ত? তবে তারপরও যা দরকার ছিল তা হলো করোনার কঠোরভাবে মোকাবেলা করা। প্রচার, উৎসব, রাজনৈতিক বিরোধিতা এসব কিছুই তো করোনার জন্য খারাপ খবর। দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, মন্ত্রীরা যেন করোনাকে গুরুত্বই দিতে নারাজ। প্রশাসনও যেন একই পথে। স্কুল-কলেজে পরীক্ষা নিয়ে চলছে নাটকবাজি। মন্দিরগুলি যেভাবে খেলা তাতেও প্রশ্ন। বিভিন্ন পার্কে ভিড় দেখেও প্রশাসন চুপ। মনে হচ্ছে, করোনা নিয়ন্ত্রণের নামে এরাজ্যেও চলছে প্রহসন। জরিমানার কথা বলে প্রশাসন যেভাবে ঘরে বসে আছে তাতে বড বিপদ ডেকে আনতে চলছে রাজ্যে

কেলেঙ্কারির নাম 'ওষুধের দোকান'

চালানোর বিষয়ে 'ভূমিকা' রেখেছেন বলে সংশ্লিষ্ট মহল দাবি করে। শুধু তাই নয়, নারায়ণবাবুদের ইন্ধনেই বহু দোকান আইন না মেনেই কোনওক্রমে একটি দোকান তৈরি করে সেখানে সব ধরনের ওযুধ বিক্রি করছে। যেভাবে নারায়ণবাবুদের আশীর্বাদে রাজ্যে শ'য়ে শ'য়ে ওযুধ বিক্রেতারা আইনের তোয়াকা না করেই ওয়ধের দোকান খলতে সক্ষম হয়েছে, তাতে এখন মহা ফাঁপোরে পড়েছে স্বাস্থ্য দফতর। কারণ, রাজ্যে মোট ওযুধের দোকানের সংখ্যার চেয়ে রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টের সংখ্যা কম। এই ভয়াবহ সত্যটি ইতিমধ্যেই দফতরের নানা মহলে পৌঁছেছে। রাজ্যে মোট রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টের সংখ্যা যদি সর্বোচ্চ ৩ হাজারও হয়, তাহলে ওযুধের দোকানের সংখ্যা কিভাবে তার থেকে ছয়-সাতশো বেশি হয়, এনিয়ে এখন জোর আলোচনা চলছে স্বাস্থ্য দফতরে। প্রশ্ন একটাই, এই ছয়-সাতশো দোকান খোলার অনুমতি কে বা কারা দিল। ওযুধের দোকান খোলার অন্যতম প্রধান আইন হচ্ছে, রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট থাকতে হবে। এরপরেও আরও নানাবিধ আইন তো রয়েছেই। ওযুধের দোকানগুলো আইন মেনে চলছে কি না বা দোকানগুলো দফতরের গাইডলাইন মেনে রিনিউ করেছে কি না— তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব ড্রাগ ইনুসপেকটারদের। রাজ্যে মোট ১৭ জন ড্রাগ ইন্সপেকটর রয়েছেন। তার মধ্যে ৮ জন ড্রাগ ইন্সপেকটর শুধু পশ্চিম জেলার দায়িত্বে রয়েছেন। বাকি ৯ জন রাজ্যের অন্য ৭টি জেলার দায়িত্বে। বোঝাই যাচেছ, ওযুধের দোকানগুলো কিভাবে রাজ্যে চলছে! সাধারণ মানুষ প্রতিদিন রাজ্যের হাজারো ওযুধের দোকান থেকে মুখে মুখে ওযুধ কিনে নিচ্ছে। একদিকে ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলের তথ্য এবং অন্যদিকে ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার কার্যালয়ের তথ্য এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাতেই লুকিয়ে রয়েছে ওষুধের দোকান কেলেঙ্কারির মূল রহস্য। ড্রাগ ইন্সপেকটরদের ভূমিকা এ রাজ্যে কি এবং উনারা কিসের বিনিময়ে ওযুধের দোকানগুলোকে নানা অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে দেয়, তা ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসী জেনে গেছে। অবাক করার বিষয় হলো, রাজ্যে প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০টি ওযুধের দোকান বিনা ফার্মাসিস্ট সত্ত্বেও ব্যবসা করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা বিষয়গুলো নিয়ে নিরুত্তাপ। তিনি দফতরে দিনভর থাকলেও আদতে গঠনমূলক কোনও কাজেই এখন তেমন ভূমিকা রাখছেন না বলে খবর। নেতিবাচক ভাবনাতে বিশ্বাসী এই আধিকারিকের বিরুদ্ধে দফতরে কানাঘোষা, তিনি যদি বিষয়গুলো নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে ঘটনা এত দূর এণ্ডতো না। এই প্রশ্নটি এখন প্রকাশ্যে চলে আসছে যে. রাজ্যের রিটেল এবং হোলসেল ওয়ুধের দোকানণ্ডলোর মধ্যে শত শত দোকানে ফার্মাসিস্ট নেই। কে করবে তদস্ত? আদৌ তদস্ত হবে তো?

অর্থবছরে কাঁঠালিয়া ব্লকের ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২০টিতে সোশ্যাল অডিট হয়। এখানে দেখা যায়, অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে ৩৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৪০৬ টাকা। এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যক্তিদের নাম-ধাম-পরিচয় থাকার পর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং বিষয়টি জানাজানি হতেই দর্নীতিবাজদের রেহাই দিতে এবং গোটা ঘটনা ঢেকে ফেলতে ময়দানে নামেন খোদ মন্ত্রী। দেখা যায়, এই দুর্নীতি যে সংস্থার তদন্তে ধরা পড়েছে সেই সংস্থাটিও

ফেলেছেন, সেই সংস্থাতেই অদল-বদল ঘটানোর উদ্যোগ নেন যীষ্ণবাব। যে কারণে তডিঘডি সোশ্যাল অডিটের অধিকর্তার চেয়ারটিকেই বদলে ফেলেন তিনি। নিয়ম মোতাবেক সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা পদে আসতে গেলে যে ধরনের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সেই মাপকাঠি মেনে অধিকর্তা নিয়োগ হলে সেই অধিকর্তা যীষ্ণুবাবুর অন্যায় আবদার নাও মানতে পারেন। সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইনকে অগ্রাহ্য করেই যীষ্ণুবাবু তার ক্ষমতা

তাঁরা পৃথিবীর বুকে হুবহু চাঁদের পরিবেশ তৈরি করতে চলেছেন। যা মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবার ঘটতে চলেছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, নকল চন্দ্রপৃষ্ঠ হবে হুবহু আসল চাঁদের মতোই। চাঁদের মাটিতে যতটুকু অভিকর্ষ থাকে, ততটুকুই থাকবে সেখানে। অর্থাৎ, সেখানে পৌঁছলে মানুষ ভাবতে বাধ্য হবে, যে সে মহাকাশ যাত্রা করে দূর আকাশের চাঁদেই পৌঁছে গিয়েছে। তবে, স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নকল চাঁদ মোটেই সাধারণের বিনোদনের জন্য তৈরি কোনও ট্যুরিস্ট স্পট নয়। এভাবে পৃথিবীর মাটিতে চাঁদের পরিবেশ তৈরি করার ভাবনা শুধুমাত্র মহাকাশ বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে গতি দেওয়ার জন্যে। জানা গিয়েছে, এরপর থেকে চিনের চন্দ্র অভিযান প্রকল্পের মহাকাশচারীদের এই নকল চাঁদের দেশেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে করে তাঁরা আদতে চাঁদে পৌঁছে কোনওরকম অস্বস্তিতে না

ইউনিভার্সিটি অফ মাইনিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক লি রুলিন বলেন, "অনেক ক্ষেত্রে বিমানে বা অন্য কয়েকটি পরিস্থিতিতে কিছুক্ষণের জন্য অভিকর্ষ কমে যায়। তবে এক্ষেত্রে আপনি যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ সেই পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে। জানা গিয়েছে, নকল ছোট চাঁদটি হবে দুই ফুট ব্যাসার্ধের। যার পৃষ্ঠে থাকবে চাঁদের মতোই পাথর, ধুলিকণা, গর্ত। মনে রাখা ভাল, চাঁদের অভিকর্ষ কিন্তু শূন্য নয়, বরং পৃথিবীর অভিকর্ষের ছয় ভাগের এক ভাগ। সেই ব্যবস্থাই থাকছে চিনের চাঁদের দেশে। উল্লেখ্য, চিন চন্দ্র অভিযান নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা শুরু করেছে গত কয়েক বছর ধরেই। যে মিশনগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যত 'পরিবর্তন' ৬,৭ ও ৮। তার অন্যতম হল নকল না, আসলে চাঁদের বুকেই একটি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্ৰ তৈরি করে ফেলা। সেই কাজে সাফল্য পেতে হলে পৃথিবীর মাটিতেই চাঁদকে স্থাপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। পড়েন। কৃ ত্রিম চাঁদ প্রকল্পের এবার সেইকাজাটাই সেরে ফেলল চিন।

কর্মী স্বল্পতায় গ্রাহক দুর্ভোগ

 চারের পাতার পর
 পরিচালনার জন্য আরও কম করে দুই থেকে তিনজন কর্মীর প্রয়োজন। কিন্তু এসবিআই কর্তৃ পক্ষ এখনও পর্যন্ত নতুন কোন কর্মী নিয়োগ করেননি। দাবি উঠছে শীঘ্রই গকুলপুর শাখায় নতুন কর্মী নিয়োগ করা হোক।

 প্রথম পাতার পর
 রয়েছে উপমুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে, ঘাটিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অডিটে। একইভাবে ২০২০-২১ দুর্নীতি বন্ধ না করে যারা দুর্নীতি ধরে অনৈতিকভাবে সুনীল দেববর্মা নামে এক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত টিসিএস আধিকারিককে এই ইউনিটের পদে আনেন। মূলত সুনীলবাবুর মাধ্যমেই সমস্ত দ্নীতি ঢাকা দেওয়ার কাজটি অতি সুচতুরভাবে সুসম্পন্ন করেন তিনি। যেখানে আগামীদিনে আর কোনও দুর্নীতির চিত্র ধরা পড়বে না। বিষয়টি জানাজানি হতেই সোশ্যাল অডিট ইউনিটের মধ্যেই দাবি উঠছে, এরকম জবরদখলকারী অধিকর্তার অপসারণের কারণ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তিনি এই পদ আঁকড়ে রয়েছেন। আর তার কারসাজিতেই পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট বন্ধ হয়ে পডে রয়েছে। কারণ, পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট হলেই দুৰ্নীতি সামনে চলে আসছে। আর দুর্নীতি রুখতেই তাকে এই পদে নিয়ে আসা হয়েছে।

(এফত

আত্মসমর্পণ করেন। প্রীতম পারিবারিকভাবেই নেশা কারবারে জড়িত বলে অভিযোগ। পুলিশ সোমবারে জয়ন্তকে গ্রেফতার করেছে। জয়ন্ত"র বাবা বিজেপি'র গ্রাম প্রধান। নিজেদের মধ্যে বখরা নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই এই ধরপাকড় চলছে। এক মামলা জিইয়ে রেখে ধরা হচ্ছে। পুলিশ নিজের বখরার কথা বাদ দিয়ে সক্রিয় হলে আরও কিছু ধরপাকড়

 প্রথম পাতার পর ডারলং নির্দেশটি জারি করেছেন সংরক্ষণ'র কোটায় টিসিএস ক্যাডার হয়ে তা আবার বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনা এই রাজ্যে শেষ কবে হয়েছে, বেশ কয়েকজন সিনিয়র টিসিএস অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেও জানা যায়নি, কেউই এমন ঘটনার কথা মনে করতে পারেননি। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদে চাকরি করা একজনের এসটি সার্টিফিকেট বাতিল হওয়ার ঘটনা আছে।

চৌধুরী। এই দুই নেতাই এখন দলের ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে কাজ করছেন ঘরে বাইরে। সুশান্তবাবুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাইরের যাবতীয় ক্ষোভ-বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার জন্য। আর রামপ্রসাদবাবু সামলাচ্ছেন ঘর। বলা ভালো বিক্ষুব্ধ নেতাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে রামপ্রসাদী দাওয়াইয়ে এখন ভরসা রাখছে দল। তার হাতে থাকা সমবায় দফতরকে কাজে লাগিয়েই রামপ্রসাদবাবু বাগে নিয়ে এসেছেন উত্তরের বিদ্রোহী নেতা রণজয় দেবকে। প্রদেশ বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি ২০১৮ সাল থেকেই দলে ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। মূলত এদেরকে সঙ্গে নিয়েই রামপ্রসাদবাবুরা গড়ে তুলেছিলেন সংস্কারপন্থী শিবির। আর সেই শিবিরের রাজনৈতিক রণকৌশলের জেরেই রামপ্রসাদবাবুরা মন্ত্রিসভায় এসেছেন। যাদের পরোক্ষ সহযোগিতায় রামপ্রসাদবাব মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেয়েছেন. ক্ষমতায় বসে তাদের ভুলে যেতে চাননি তিনি। আর সে কারণেই রণজয়বাবুকে সমবায় ব্যাঞ্চের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে তার বিদ্রোহে ইতি ঘটিয়েছেন রামপ্রসাদ পাল। আরেক সংস্কারপন্থী নেতা প্রবীর নাগকে নিযুক্তি দিচ্ছেন গোমতী দুগ্ধ সমবায় সমিতিতে। তার নিয়োগ পাকা হয়ে গিয়েছে। তালিকায় রয়েছেন আরেক বিদ্রোহী নেতা তাপস ভট্টাচার্যও। তাকেও সম্মানজনক কোনও এক চেয়ারম্যান পদে বসানো হবে বলে খবর। রামপ্রসাদবাবু ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, তিনি কখনও ফেলে আসা দিন ভুলে যেতে চান না। যে কারণে মন্ত্রী হিসেবে রাজভবনে শপথ নিয়েই গাড়ি নিয়ে তিনি সোজা চলে এসেছিলেন সুদীপ রায় বর্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বিধায়ক আবাসে। বিজেপিতে কার্যত অচ্ছুত সুদীপ রায় বর্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সবে মাত্র শপথ নেওয়া মন্ত্রীর পক্ষে কতটুকু ঝুঁকির তা রামপ্রসাদবাবু জানতেন। কিন্তু সে সবের তোয়াক্কা না করেই সংস্কার শিবিরের সঙ্গী সুদীপবাবর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেছেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন এবং নতুনভাবে কাজ শুরু করার জন্য আশীর্বাদ নিয়েছেন। দক্ষ হাতে ঘর সামলাতে গিয়ে সূর্যমণিনগরের বিধায়ক একে একে সমস্ত বিদ্রোহী নেতাদের বাগে নিয়ে আসতে পারবেন বলেও দলের কাছে জানিয়েছেন। তবে সেই তালিকায় তিনি সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'দের রাখতে চাননি। কারণ, রামপ্রসাদবাবু জানেন, এতটুকু পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই অপারেশনের সফল সার্জন ছিলেন একজনই, তিনি হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কিন্তু হিমন্তবাবু যখন একবার হাত তুলে নিয়েছেন তখন আর রামপ্রসাদ পালের পক্ষে এমন অপারেশন সফল করা সম্ভব নয়। তবে তার ঘনিষ্ঠ মহল বলছে সঠিক সময়ে দল পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিজেপিতে কোনও পন্থীর অস্তিত্ব রাখতেন না তিনি। সকলকেই মূল স্রোতে নিয়ে এসে এক বিজেপি শ্রেষ্ঠ বিজেপিতে পরিণত করতে পারতেন রামপ্রসাদ।

যে দালানকে চার বছরেও সরকার কাজে লাগাতে পারল না। আইজিএম হাসপাতালে শিবির করা হলে, এক জায়গাতেই কোভিড টেস্ট বা অন্য পরীক্ষা হয়ে যেত। আগরতলা টাউন হল বিশেষ শিবিরের পর পুরোটা স্যানিটাইজ করা হয়েছে বলেও জানা যায়নি, জুর নিয়ে যাওয়া রোগী সেখানে এসেছিলেন, কী নিশ্চয়তা আছে করোনা ভাইরাসে চেয়ার,ইত্যাদি দূষিত হয়নি! একবার কেউ আগরতলা টাউন হলে যাবেন,তারপর কোভিড পরীক্ষা লিখে দিলে তাকে যেতে হবে কয়েক কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে, সরাসরিই কেউ হাসপাতালে চলে যেতে পারেন! খুব কম টাকায় সারা শহরকে ঝকঝকে রাখেন তারা। একদিন কাজ না করলে, হাসপাতাল কিংবা রাস্তায় হাঁটা দায় হবে। কোভিডে হাসপাতালের পাশেই পিপিই কিট পরা কেউ, সাফাই কর্মীর মুখে শুধু সার্জিক্যাল মাস্ক, এই দৃশ্য দেখা গেছে। হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের মাস্ক দেওয়া নিয়েও কোভিডের প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য দফতরের সাথে সাংবাদিকদের প্রশ্ন-জবাব চলেছে। পুর নিগমের সাফাই কর্মীরাও পুর নাগরিকদের সুস্থ রাখেন জঞ্জাল পরিষ্কার রেখে। তাদের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ওযুধ দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার ওযুধ দিয়েছেন, মেয়াদ দেখে খুব কম মানুষই তা খেয়ে থাকেন, কারও চোখে পড়ায় ধরা পড়েছে। মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া ওযুধে, পরীক্ষার দরকারে আরেক হাসপাতালে পাঠিয়ে আজাদি কা অমৃত মহা উৎসবের কাণ্ডজে হিসাব ঠিক গেছে, বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির হয়েছে।

কাদলো গ্রাম

 প্রথম পাতার পর
 ১৭ বছর বাঘেদের বাঁচাটা রীতিমত রেকর্ড। ২৯টি শাবকের জন্ম দেয়া এই বাঘিনীকে অনেকে 'সুপার মম' নামেও চেনেন। ২০১০ সালের ২৩ অক্টোবর বাঘিনীটি একসঙ্গে ৫টি শাবকের জন্ম দেয় এই রেকর্ডও বাঘেদের ক্ষেত্রে আর পাওয়া যায় না। এই দেশে বাঘ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় দারুণ অবদান রয়েছে 'কলারওয়ালির'। পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়, বনকর্মীদের কাছে জনপ্রিয় এই বাঘিনী, জিপের শব্দ শুনলেই জঙ্গলের কাঁচা রাস্তায় চলে আসতো। কখনও পর্যটিকদের আক্রমণ করেনি সে। মধ্যপ্রদেশের বন বিভাগের পরিচালনায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় আদিবাসী নেতা শান্তা বাই তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখাগ্নি করেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিজে টুইট করে বাঘিনীর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

আমরা বাঙালির শহিদান দিবস

শহিদান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এদিন কল্যাণপুরে শহিদান দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা বাঙালি দলের নেতৃত্বরা এদিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। আগামী দিনেও বাঙালিদের স্বার্থে রাজ্যের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার স্বার্থে আমরা বাঙালি দল সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে বলে শহিদান দিবস থেকে ঘোষণা করা হয়। যদিও গুটিকয়েক সমর্থকদের নিয়ে এই কর্মসূচি প্রতিপালিত হতে দেখা গেছে কিন্তু তারপরেও রাজনৈতিকভাবে কল্যাণপুরে আমরা বাঙালি দলের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

টিপস কর্তৃপক্ষের সাফাই

 তিনের পাতার পর জন্য রাজ্য সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর করা হয়েছে। সেখানে যাতে ব্যাচ ব্যাচ ভাগ করে সামাজিক দূরত্ব মেনে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং কারোর উপসর্গ থাকলে আগে থেকে যত্ন নেওয়ার সবকিছু বলা হয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রীরা হেলথ ডিক্লারেশনও জমা দিয়েছে পরীক্ষার জন্য। টিপস ম্যানেজমেন্ট চায় যে ভবিষ্যতের ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়াররা যেন ভালোভাবে তৈরি হয় এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমরা জানি যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুবই ওবিডেন্ট এবং ছাত্র হিসেবে খুবই ভালো কিন্তু তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ, প্যারামেডিক্যাল ও নার্সিং এর সবকিছুই অফলাইনে হওয়াটা জরুরি। তারা সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে কলেজ গেটে বিক্ষোভ করলে এবং মিডিয়াতে আপলোড করলে তাদের করোনা হবে না, কিন্তু একসঙ্গে এগজামিনেশন দিতে এলে বেশি গেদারিং হবে এবং তাদের করোনা হবে এটা মানা যায় না। এই সবের জন্য টিপস কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ দিনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে। গত ১০ জানুয়ারি উচ্চশিক্ষা দফতর, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি এবং ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কলেজ কর্তৃপক্ষ অতিসত্বর হোস্টেল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু অনেকে ছাত্রছাত্রী হাসপাতাল ডিউটি, ক্লিনিক্যাল ক্লাস ও ট্রেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে যাচ্ছিলো, সেজন্য বিগত এক সপ্তাহ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে হোস্টেল বন্ধ করা হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা বহির্রাজ্য থেকে এসেছে বা যারা অসুস্থ, তারা চাইলে হোস্টেলে থাকতে পারে এবং যাদের সিম্পটন আছে তারা ইচ্ছে করলে কোভিডের টেস্ট করতে পারে। এ বিষয়ে তারা সংশ্লিষ্ট হোস্টেল ওয়ার্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

অভিযোগ

 প্রথম পাতার পর করেনি। তবে একটি মহলের দাবি, চ্যানেলের কেউ যুক্ত না থাকলে ব্যক্তিগত এই অডিও-ভিডিও সম্প্রচার হতো না।

মৃত ছেলে

 আটের পাতার পর - অবস্থায় মারা যায় জুটন। এই ঘটনায় মেলাঘর থানায় মামলা হয়েছে। মামলা হওয়ার আগে থেকেই খুনি বাবা পালিয়ে গেছে। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে। মৃতের মা জানিয়েছেন, প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাবা ছেলে ঝগড়া করতো। দু'জনের মধ্যে হাতাহাতিও হতো। তবে এভাবে কুপিয়ে হত্যা করবে তা বুঝতে পারেননি।

বীরজিতের থাবা

 চারের পাতার পর বাড়াচ্ছেন বলে খবর। এই সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে এই দল ছেড়ে অন্য দলে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। আবার কোনও কোনও মহল থেকে রাজ্য রাজনীতিতে পোড় খাওয়া কংগ্রেসী নেতাদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে এআইসিসি-ও রণকৌশল ঠিক করেছে। হয়তো যারা কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গঠন করেছে তাদের দলেরই সাইনবোর্ড ঝুলবে। কর্মী সমর্থক নেতারা আবার ফিরে আসবে মূলস্রোতে

তৃণমূল-বান্ধব

 ছয়ের পাতার পর করছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূল না জানালেন, সিপিএম প্রধান সীতারাম ইয়েচুরি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে পরাজিত করতে তারা সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থন করবে। উত্তরপ্রদেশে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চের মধ্যে ৪০৩টি আসনে বিধানসভা নিৰ্বাচন হবে সাত দফায়। সেই নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ লড়াইয়ের বার্তা দিয়েই সমর্থনের জানিয়েছেন ইয়েচুরি।

ত্রিপুরা গেমস

সাহায্য প্রায় বন্ধ তখন ক্রীডা দফতর কখনও ক্লাব ভলিবল তো কখনও ক্লাব ফুটবল করছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে না ভলিবল সংস্থা না ফুটবল সংস্থাকে যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এবার দাবি, ক্রীড়া দফতর যেন ত্রিপুরা গেমসের সূচনা করে। জাতীয় স্কুল যোগাসন যখন হচ্ছে না। বিভিন্ন জাতীয় স্কুল ক্রীডায় যখন রাজ্য দল যাচ্ছে না তখন বেঁচে যাওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খেলাধুলায় খরচ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা গেমস হতে পারে। আটটি জেলাকে নিয়ে হতে পারে ত্রিপুরা গেমস। নির্বাচিত ১০-১২টি ইভেন্ট নিয়ে হতে পারে ত্রিপুরা গেমস। ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, খো খো, কাবাডি, যোগাসন, টেবিল টেনিস, জুডো, ক্রিকেট নিয়ে হতে পারে ত্রিপরা গেমস—দাবি ক্রীড়া মহলের।

উদ্বিগ্ন ছাত্র সংগঠন

চারের পাতার পর

সংক্রমিত ছাত্র অথচ তাদের পৃথক করে রাখা হয়নি। এমনকী শিক্ষকরাও সংক্রমিত অথচ বিভাগ বন্ধ করা হচ্ছে না। ৫০ শতাংশ ক্যাপাসিটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে দুই শিফটে ক্লাস করার গাইডলাইন মানছে না ইকফাই কৰ্তৃপক্ষ। পরীক্ষার জন্য ন্যুনতম এক মাস সময়সীমা দিতে হবে দাবি করেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবিকে সমর্থন করে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন, সবাই যাতে সঠিক পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে পারে তার জন্য ন্যুনতম একমাস সময়সীমা দিতেই হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা ফি দিয়ে ভর্তি হযে যদি ফেল করে তার দায় কর্তৃপক্ষ নেবে কি? এই প্রশ্ন তুলে তিনি ইকফাই কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে দাবিটি মেনে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। অন্যথায়, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সংগঠন সবাই মিলে রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে। আইসার রাজ্য কমিটির তরফে দিব্যেন্দু মজুমদার এই বিষয়গুলো তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট সকলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে কোথাও কোথাও রাজ্য সরকারের গাইডলাইন মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হচেছ খোদ অভিভাবকদের তরফ থেকে।

প্রভাবশালীদের গাঁজা বাগানে পুলিশের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জানুয়ারি।। তথাকথিত নেশামুক্ত রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ। কেন না রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার ঘোষণা দিলেও প্রতিদিনই রাজ্যের আনাচে-কানাচে নেশা সামগ্রী বিক্রি চলছে। নেশা কারবারিও জালে ধরা পড়ছে। কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না নেশার ব্যবসা। অভিযোগ, প্রভাবশালীদের ক্ষমতার জোরেই চলছে নেশার ব্যবসা। মাঝেমধ্যে পুলিশ গাঁজা বাগান ধ্বংস করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিলেও এর পেছনে থাকে অন্যরকম খেলা। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি নাগরিকরাও এপারে



এসে গাঁজা চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও পুলিশ সেই বাগান ধ্বংস করে না। সোমবার সকালে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘনিয়ামারা ও নেহালচন্দ্রনগরে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজারের বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। কিন্তু কোন গাঁজা চাষি গ্রেফতার হয়নি। যে দুটি জায়গায় পুলিশ অভিযান সংগঠিত। করেছে তার সাথেও প্রভাবশালীদের নাম জড়িয়ে আছে বলে খবর। তবে প্রভাবশালীদের নাম জড়িত থাকার পরও পুলিশ কিভাবে হানা দিল তা নিয়েই এখন আলোচনা জমে উঠেছে। কেউ কেউ বলছেন, ওই বাগান নিয়ে কোন রফা হয়নি বলে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। সেই কারণেই তো গজারিয়া, চেলিখলা, বংশীবাড়ি, সুতারমুড়া এলাকায় গাঁজা বাগান গড়ে উঠলেও পুলিশ সেখানে অভিযান চালায় না।

অতিমারি কালে অনাথ ১০ হাজার শিশু, বাবা অথবা মাকে হারিয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি।। অতিমারি কালে দেশের কতজন শিশু অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে, তা সুপ্রিম কোর্টকে জানাল জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর)। বিগত কয়েক মাস ধরেই এ ব্যাপারে রাজ্য ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছিল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এ সংক্রান্ত একটি হলফনামা পেশ করে এনসিপিসিআর জানিয়েছে দেশে অতিমারি চলাকালীন অভিভাবক হারিয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ শিশু। দেশে অতিমারি চলাকালীন ২০২০-র এপ্রিল মাস থেকে ২০২২ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই দেড় লক্ষ শিশু হয় বাবা অথবা মা কিংবা তাঁদের দু'জনকেই হারিয়েছে। এনসিপিসিআরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়ে অনাথ হয়েছে ১০ হাজার ৯৪ জন শিশু। কোনও একজন অভিভাবককে হারিয়েছে, ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯১০ জন। এ ছাড়া ঘরহীন হয়েছে ৪৮৮ টি শিশু। এই শিশুদের অধিকাংশেরই বয়স ১৩ বছর বা তার চেয়ে কম। তবে ১৪-১৫বছর বয়সীও রয়েছে ২২ হাজার ৭৬৩ জন। রাজ্যভিত্তিক তথ্য মিলিয়ে দেখা গিয়েছে অভিভাবক হারানো এই শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশু ওড়িশার বাসিন্দা। তারপর যথাক্রমে রয়েছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং তামিলনাড়ু। তবে এনসিপিসিআর জানিয়েছে, এই সব শিশুদের অভিভাবকেরা প্রত্যেকেই কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তা নয়, অনেকের অন্য রোগে আক্রান্ত হয়েও মৃত্যু হয়েছে।

সিপিএমের অফিস লাল রং করে দিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি।। চারিদিকে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভাষা সন্ত্রাস আর হানাহানির যুগে, ১১১ নং ওয়ার্ডে অন্যরকম রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরি করলেন সদ্যজয়ী তৃণমূল কাউন্সিলর সন্দীপ দাস। নিজেই লাল রংয়ে রাঙিয়ে দিলেন সিপিআইএমের উদ্বাস্ত সংগঠনের অফিস, দীনেশ স্মৃতি ভবন। যা ২০১৭ পর্যন্ত সিপিআইএম-এর এল সি অফিস ছিল। একটা সময় পর্যন্ত বলা হত, ১১১ নং ওয়ার্ডে কোনও প্রার্থীর দরকার হয় না। কলকাতা কর্পোরেশন ভোটে সিপিআইএম-এর কাস্তে, হাতুড়ি, তারা চিহ্নের কোনও পতাকা ঝুলিয়ে রাখলেও হাসতে হাসতে জিতে যাবে সিপিআইএম। ১১১ নং ওয়ার্ড ছিল সিপিআইএমের লাল দুর্গ। আর সেই লাল দুর্গের হেভিওয়েট প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্যকে হারিয়ে এবার ১১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হয়েছেন তৃণমূলের সন্দীপ দাস। উষাপল্লী মাঠ সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড অফিসের পাশেই সিপিএমের দীনেশ স্মৃতি ভবন। আর তার পাশেই বিশাল জঙ্গল। কাউন্সিলর হয়েই জঙ্গল পরিষ্কারের সময়েই সিপিএমের সংগঠনের অফিসটি দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন সন্দীপ। রং চটে গিয়ে জঙ্গলে ঘেরা কিছুটা অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে দীনেশ স্মৃতি ভবন। সন্দীপ ঠিক করেন, তৃণমূলের ওয়ার্ড অফিস যদি রং করে পরিষ্কার রাখা হয়, তাহলে পাশের সিপিএমের অফিসটিকেও ঝাঁ চকচকে করতে হবে। সেইমতো বিদায়ী কাউন্সিলর চয়ন ভট্টাচার্যকে গিয়ে সন্দীপ বলেন, ''আমাদের অফিসের পাশাপাশি আপনাদের অফিসটিকেও আমরা সুন্দর করে লাল রং করে দিতে চাই।" এ প্রসঙ্গে সন্দীপ দাসের বক্তব্য হল, "আমি পুরো ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সেখানে ওয়ার্ডের সবার উন্নতি দেখাটাই আমার কাজ। আমাদের অফিস সুন্দর রংয়ে রাঙানো হবে, আর ওদেরটা অপরিষ্কার থাকবে, এটা হতে পারে না। তাই চয়ন দা কৈ মনের কথা বলে লাল রং করে দিই। তবে ওনাদের সিনিয়র নেতারা এই রংয়ের পুরো খরচটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি অর্থ নয়। ওদের আশীর্বাদ চেয়েছি। আর চেয়েছি ওয়ার্ডের উন্নতিতে ওদের সহযোগিতা।" তাঁদের অফিস তৃণমূল কাউন্সিলরের রং করে দেওয়া প্রসঙ্গে সিপিএমের সদ্য পরাজিত প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য বললেন, "এলাকায়, রাজনৈতিক সৌহার্দ্যর পরিবেশ আমরাও চাই। কিন্তু দেখতে হবে, এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না।

নতুন আক্রান্ত ৬৪১

• তিনের পাতার পর করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। এর মধ্যেই ৫ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। আপাতত এই রাজ্যগুলিতে সভা-মিছিল স্থগিত রেখেছে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্র সরকার এখনও করোনা মোকাবিলায় ভ্যাকসিনের উপর জোর দিচ্ছে। শুরু হয়েছে গোটা দেশে বুস্টার ডোজ দেওয়া।

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

• তিনের পাতার পর এক বিবৃতিতে এ খবর জানান। তিনি জানিয়েছেন, তাপস সাহা'র প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামী ২০ জানুয়ারি সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যের সব বিলিতি মদের দোকান বন্ধ রাখা হবে।

শিকার রামের অফিসারেরা

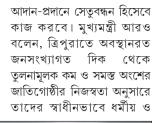
• তিনের পাতার পর আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বাজারগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন। অনেকে আবার লকডাউন-এর কথাও তুলছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বাজারগুলি দেখতে বেরিয়ে পড়েন মহকুমাশাসকের নেতৃত্বে একটি টিম। তারা শকুন্তলা রোডের বিভিন্ন দোকানেই ঘুরে দেখেন। অনেককে মাস্কবিহীন অবস্থায়ও পান। প্রশাসনের টিম ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সতর্ক করেছে।

ভারতীয় পরস্পরা ও সংস্কৃতি আমাদের

একসূত্রে বেঁধে রেখেছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। কারণ হয়ে দাঁডিয়েছিলো। মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি বলেন, রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। ত্রিপুরা ও মণিপুরের মধ্যে বৈবাহিক ও আত্মিক সম্পর্ক সুপ্রাচীন। সোমবার অভয়নগরে পুঁথিবা লাই-হারাওবা উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন মণিপুরীদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাজ্যের প্রথম মণিপুরী ক্যালেভারের আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে মণিপুর সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য মুতুম মানিতানকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে উত্তর-পূর্বের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সর্বোপরি রাজ্যগুলির মধ্যে গডে উঠেছে এক পারস্পরিক সুসম্পর্ক। বিগত দিনে যা অনেকাংশেই ঘাটতি ছিলো। এর ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্বের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা নিজেদের মধ্যে আলোচনাক্রমে দ্রুততার সঙ্গে সমাধানসূত্র বের করা সম্ভব হচ্ছে। যাতে লাভবান হচ্ছেন এই অঞ্চলের জনগণ। বিগত দিনে এই ধরনের আন্তরিকতার ঘাটতির ফলে বিভিন্ন সমস্যার দীর্ঘসূত্রিতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অনেকাংশেই মানুষের দুর্ভোগের আদান-প্রদানে সেতৃবন্ধন হিসেবে থেকেই মণিপুরের সঙ্গে এই রাজ্যের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের মধ্যেও এক





ঐক্যের ছবি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় উন্নয়নের এক নতুন দিশা পেয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারত। সদ্য চালু হওয়া আগরতলা থেকে মণিপুরের জিরিবাম পর্যন্ত রেল সংযোগ এই দুই প্রদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ও বহুমুখী

লিখিতভাবে অভিযোগ করে

জানিয়েছেন যে ফটিকছড়া

চা-বাগান শান্তিতে চালানো এ জন্য

মহকুমা প্রশাসন যেন কর্তৃপক্ষকে

সাহায্য করেন। সোমবারেই

লিখিতভাবে জানানো হয়েছে

মহকুমা শাসককে। স্থানীয় সত্ত্রে

জানা গেছে. রাজনীতিতে তলনায়

নতুন এই বিধায়ক বাগান

কর্ত পক্ষকে চাপে রাখার জন্য

বাইরের লোককে কিছু শ্রমিকের

সাথে মিশিয়ে দিয়ে লেজে

খেলানোর ফিকির করেছেন।

প্রকতই শ্রমিক দরদী হয়ে থাকলে

শাসক দলের হওয়ার স্বাদে

প্রশাসনিকভাবে তিনি এগিয়ে

যেতে পারতেন। ফটিকছড়া চা

वाशास्त्रव भगास्त्रजात जग्नीश

গাঙ্গুলি মোহনপুরের এসডিএমকে

জানিয়েছেন যে ৯ জানুয়ারি চা

বাগানের ইউনিয়ন মেম্বাররা সকাল

আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত

মিটিং করে ম্যানেজারকে দিয়ে

একটি চুক্তি পত্রে সই করায়,

যেখানে চারজন স্থায়ী ও ক্যাজুয়াল

ওয়ার্কারকে স্টাফ, সাব-স্টাফ

হিসাবে উন্নত করার কথা বলা

পরম্পরাগত চর্চার সুযোগ সুনিশ্চিত হয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ত্রিপুরার মধ্যে এক ঐক্যের ছবি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আঘাত হানার চেস্টা হয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ঐতিহ্য ও

পথে এগুচেছ ভারত। এরই ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। দেশব্যাপী মহিলা স্বশক্তিকরণের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে মণিপুরী সমাজের মহিলারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার নজির রাখছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশের পাশাপাশি এই অঞ্চলের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যপূর্ণ চিরাচরিত সাংস্কৃতিক চর্চাগুলিও যোগ্য সম্মান ফিরে পেয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি করোনা আচরণবিধি যথার্থ প্রতিপালনের লক্ষ্যে আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বহুকাল ধরেই ত্রিপুরা এবং মণিপুরের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃ ত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে গতি এসেছে। রাজন্য আমল থেকে চলে আসা এই সম্পর্ক বর্তমানে এক

নতুন রূপ পেয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর হীরালাল দেবনাথ, পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন দত্ত,

উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ, সময়

উপযোগী আইন, এসবের জন্য

রাজনৈতিক উদ্যোগের যথেস্টই

অভাব আছে। বাগান মালিকদের

বিলাসী জীবনযাপন থাকলেও,

বাগান শ্রমিকদের অবস্থা যুগ যুগ

ধরেই প্রায় এক, বিশেষ কিছু

পাল্টায়নি। ফটিকছডা চা-বাগানেও

সন্দেহজনক গাডি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জানুয়ারি।। সোমবার রাতে চড়িলাম এলাকার ধাবার সামনে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি সন্দেহজনক গাড়ি আটক করে। এই গাড়িকে ঘিরেই নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ছুটে গিয়ে গাড়ির চাকায় জ্যাম লাগিয়ে দিয়ে আসে। জানা গেছে, চড়িলাম এলাকার নতুন ধাবার মালিক বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেন দীর্ঘ সময় ধরে টিআর০১বিই০৪৬৫ নম্বরের একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরেই বিএসএফের সাথে ঝামেলা চলছিল কয়েকজন যুবকের। ওই সময় নাকি গাড়িটি ধাবার সামনে রেখে চালক নেমে চলে যায়। এরপর প্রায় দুই ঘন্টা পার হয়ে গেলেও গাড়ির চালকের কোন হদিশ নেই। নাকি গাড়িটি অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত তাও স্পষ্ট হয়নি। ধাবার মালিক অভিযোগ করেন সেখানে পার্কিং করার জায়গা না হলেও কোন কিছু না বলেই গাড়িটি রেখে চালক ঝামেলাস্থলে চলে যায়। তারপর আর চালক গাড়ি নিতে আসেনি। ধাবার মালিক আশপাশে চালককে খোঁজ করে না পেয়ে তিনি খবর দেন বিশালগড় থানায়। পুলিশ ছুটে গিয়ে গাড়িটি থানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু গাড়ি লক হওয়ায় না এনে চাকায় পুলিশের কাজে ব্যবহৃত জ্যাম লাগিয়ে দিয়ে আসে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এর পেছনে কোন রহস্য থাকতে পারে। না হলে একেবারে ধাবার সামনে গাড়ি রেখে যাওয়ার কথা নয়। নাকি গাড়ির মালিক বা চালক অন্য কোন কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে তা পরেই জানা যেতে পারে।

ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। প্রয়াত হয়েছেন আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারের ৪নং বিলিতি মদের দোকান মালিক তাপস সাহা। গত ১৫ জানুয়ারি সকাল ৯টা ২৫ মিনিট নাগাদ তিনি



শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছে অল ত্রিপুরা রিটেইল লিকার ভেন্ডর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক। সূত্রত সাহা 🏿 এরপর দইয়ের পাতায়

বলেন। তাছাডা বাজারগুলিতে কোভিড টেস্ট করানোর উপর তিনি জোর দেন। জিরানিয়া মহকুমায় ইন্টারস্টেট ট্রাক টার্মিনাস রয়েছে। এখানে প্রতিদিন বাইরে থেকে মালবাহী ট্রাক আসে। তাই এখানে বিশেষ নজরদারি রাখার জন্য মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে তিনি নির্দেশ দেন। এই ইন্টারস্টেট ট্রাক টার্মিনাসে যারা আসছে প্রত্যেককে কোভিড টেস্ট করানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী যুবক ও যুবতিদের কোভিড টিকাকরণের ব্যাপারে খোঁজখবর নেন তথ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এ ব্যাপারে মহকুমা প্রশাসন থেকে ৮৯৫৮ জনের টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ শতাংশ টিকাকরণ

হয়ে গেছে বলে সভায় জানানো

হয়। যেখানে টিকাকরণের সংখ্যা

কম রয়েছে সেখানে জন

করোনা মোকাবিলায় সংঘবদ্ধভাবে কাজ

করতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পরিষদকে দায়িত্ব নিতে তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের বলেন। স্বাস্থ্য দফতরের পরিকাঠামো নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এখন আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খুবই ভালো। সোমবার-এর সভায় উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, বেলবাড়ি বিএসি (চয়ারম্যান রকেন দেববর্মা, জিরানিয়া বিএসি চেয়ারম্যান শুভমনি দেববর্মা, জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, মহকুমাশাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রী প্রসাদ দাস, জিরানিয়া, পুরাতন আগরতলা, মান্দাই ব্লকের বিডিওগণ সহ বিভিন্ন বাজার কমিটির প্রতিনিধিগণ, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমাজসেবী অভিজিৎ দেববর্মা এবং রানিরবাজার থানার ওসি সোমেন দাস উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মন্ত্ৰী শ্ৰী চৌধুরী জিরানিয়া ইন্টার স্টেট ট্রাক প্রতিনিধিদের সাহায্য নিতে তিনি টার্মিনাস পরিদর্শন করেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জান্য়ারি।। পুলিশকে কর্তব্যে বাধা এবং জখম করার অভিযোগ থেকে জামিন পেলেন চার নারী নেত্রী। পশ্চিম জেলার সিজেএম আদালত থেকে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির চার নেত্রী শর্তসাপেক্ষ জামিন পান। এরা হলেন ছায়া বল, ঝর্ণা দাস বৈদ্য, কৃষণা রক্ষিত এবং

জিরানিয়া, ১৭ জানুয়ারি।।

করোনাকে রাজ্যে বিগত দিনে

যেভাবে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবিলা

করা হয়েছে ঠিক তেমনি এবারও

আমাদের প্রত্যেককে করোনা

মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।

প্রথমসারির যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মী ও

আরক্ষা প্রশাসনের সহযোগিতায়

সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সোমবার জিরানিয়া অগ্নিবীণা হলে

জিরানিয়া মহকুমা প্রশাসনের

উদ্যোগে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি

নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় একথা

বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী সুশান্ত

চৌধুরী। তিনি বিশেষ করে

বাজারগুলিতে সাবধানতা অবলম্বন

করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় তিনি বলেন, সরকারি

বিধিনিষেধ অবশ্যই মানতে হবে,

যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা,

মাস্ক পরিধান করা ইত্যাদি। তিনি

বলেন, বাজারগুলোকে সময় সময়

স্যানিটাইজ করতে হবে। এ

ব্যাপারে নগর পঞ্চায়েত ও পুর

গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে নারী নেত্রী লিপিকা চৌধুরীকে। তিনি টানাটানিতে আহত হন। এই ঘটনায় চার নারী নেত্রীর নামে পুলিশ একটি মামলা নেয়। শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ এনে নারী নেত্রী লিপিকা চৌধুরী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ পুলিশ এফআইআর হিসেবে



ইগনো'র ছাত্রছাত্রীদের

লিপিকা চৌধুরী। অন্যদিকে লিপিকা পুলিশের ডিএসপি মীনা দেববর্মার বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশে ওই অভিযোগটি এফআইআর হিসেবে নথিভক্ত করতে হয় পশ্চিম মহিলা আদালতে জামিন চেয়ে সওয়াল থানাকে। ২০২০ সালের ১ জন শহরে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো নারী সমিতি। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় নারী সমিতির নেত্রীরা মেলারমাঠ থেকে মিছিল বের করার চেষ্টা করেন। তাদের রাস্তায় বের হতেই আটক করে পুলিশ। ডিএসপি মীনা দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে

নেয়নি। অন্যদিকে চার নেত্রীর নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩, ৩৩২, ২৩০ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নেয়। এই মামলায় আদালতের নোটিশ পেয়ে সোমবার হাজির হন চার নারী নেত্রী। তাদের হয়ে করেন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা। জামিনে বেরিয়ে ঝর্ণা দাস বৈদ্য বলেন শাসক বিজেপি গোটা রাজ্যেই প্রতিনিয়ত মিছিল সভা করছেন। বিরোধী দলগুলি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে বের হলেও তাদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। পাল্টা তাদের বিরুদ্ধে মামলাও নেওয়া হচ্ছে।

তিনদিনে আট মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৬৪১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা,১৭ জানুয়ারি।। সোয়াব পরীক্ষা নামালেও সংক্রমণের হার তেমনভাবে কমানো যাচ্ছে না। সোমবার সংক্রমণের হার ছিলো ১১.৮৩ শতাংশ। মৃত্যু মিছিলে যুক্ত হয়েছেন আরও ২ জন। মাত্র তিনদিনে করোনা সংক্রমিত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন সোমবার মারা গেলেন। এদিন নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪১ জন। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৫৪১৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৫৭ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। অ্যান্টিজেন টেস্টে ৬১৩ জন রোগী পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৭৮ জন পশ্চিম জেলার। এছাড়া সিপাহিজলায় ৩৪, খোয়াইয়ে ৬০, গোমতীতে ৩৩, দক্ষিণে ৬০, ধলাইয়ে ৩৪, ঊনকোটিতে ৫০ এবং উত্তর জেলায় ৯২ জন পজিটিভ রোগী শানাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬০২ জনে। এদিকে, দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৯ জন নতুন পজিটিভ

রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে

মারা গেছেন ৩৮৫ জন সংক্রমিত

রোগী। জানা গেছে, মহারাষ্ট্র, দিল্লি,

পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে দ্রুত হারে

বাড়ছে • এরপর দুইয়ের পাতায়

পড়লো প্রশাসনের প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৭ জানুয়ারি।। মহকুমাজুড়ে একাংশ স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীর মদতে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগ থাকলেও প্রশাসনের তরফ থেকে এতদিন ধরে কোন অভিযান লক্ষ করা যায়নি। সোমবার হঠাৎ অমরপুর মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য

হঠাৎ মেয়াদোত্তীর্ণ

সামগ্রীর কথা মনে



অমরপুরের বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়। মূলত এদিনের অভিযানের দায়িত্বে ছিলেন সদ্য নিযুক্ত ডিসিএম পামির কর্মকার। তার নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করতে পেরেছে প্রশাসন। অধিকাংশ ভেজাল খাদ্য সামগ্ৰী প্রশাসনের তরফে ধ্বংস করা হয়। সেইসঙ্গে এ ধরনের কার্যকলাপ যারা জড়িত রয়েছে তাদেরকে প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা বার্তা দেওয়া হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে ডিসিএম পামির কর্মকার জানিয়েছেন। যদিও এ দিনের অভিযানে কাউকে জরিমানা কিংবা আটক করতে পারেনি প্রশাসন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বেআইনি, প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কাদের আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। এক আইনেও তা হয় না, এবং বিধায়কের খোঁচাখুঁচিতে মোহনপুর ম্যানেজারের কোনও ক্ষমতা নেই মহকুমার ফটিকছড়া চা-বাগানে তা করার। কেউ কেউ কায়েমি সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে স্বার্থে এই চা-বাগানের কাজে বাধা দেওয়ার বিষয়টি নিয়মিত করছে। অভিযোগ। আবার চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধিও কিছু এসডিএম যেন শান্তিতে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেন। শোনা যাচ্ছে চা অভিযোগ আছে। মোহনপুর উন্নয়ন নিগমের হাত ধরে ত্রিপরা এসডিএম''র কাছে সেই চা-বাগান''র ম্যানেজার

শ্রমিক অসম্ভোষ চা শিল্প নাকি দারুণ উন্নতি করেছে. অসন্তোষকে ঢাল করে এক বিধায়ক This is for your kind information that the union members of Fatikcherra Tea

Estate hold a meeting on 09.01.2022 gathering all the garden workers at morning 8.00 am f continued till 11.00 am with their illegal demands which ar not covered under Plantation Labour Act (1951) these are not within the

to promote them to the staff/sub-staff They illegally pressurised the undersigned with all the impossible things which the undersigned is not the authorized person to provide approval. Enclosing

This is a sick unit all these years are running not even a breakeven point but some elements developed a habit of disturbing the normal functioning & peaceful atmosphere of the garden with their vested interest.

under pressure signed agreement copy by the undersigned.

প্রাক্তন করণিক বর্তমান নিগম চেয়ারম্যান সস্তোষ সাহা নাকি দারুণ কাজ করছেন। উন্নয়নের এত দাবি, কিন্ত ফটিকছডা চা-বাগানের ম্যানেজার এই বাগানকে "সিক ইউনিট" বলেছেন। "ব্ৰেকইভেন পয়েন্ট''-এও নাকি নেই। চা-শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস অনেক পরানো। অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকদের থেকেও তাদের অবস্থা খারাপ। রেশন, চিকিৎসা, ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা ও অভিযোগ লেগেই থাকে। চা-শ্রমিকদের সামগ্রিক

গুটি নেড়ে চলেছেন বলে খবর। শ্রমিকদের সমস্যা সামনে রেখে কায়েমি স্বার্থের কারণে কর্তপক্ষকে চাপে রাখার কৌশল চলছে।শ্রমিক স্বার্থে প্রকৃত উন্নতি চাইলে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েই সমস্যার সমাধানে কর্তপক্ষকে বাধ্য করা যায় বলে স্থানীয় সত্রে দাবি করা হয়েছে। গত চার বছরে শ্রমিকের অবস্থা বিশেষ কিছ পাল্টায়নি, কিন্তু উটকো ঝামেলাই শুধ বেডেছে। কর্ত পক্ষ সংশ্লিষ্ট সত্রের দাবি.

শিকার রামের অফিসারের প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অনেককেই মাস্কবিহীন অবস্থায় আগরতলা,১৭ জানুয়ারি।। মাস্কের জন্য অভিযানে নেমে দুর্ব্যবহার পেলেন প্রশাসনের টিম। সোমবার মাস্কের জন্য শহরের বিভিন্ন হোটেল এবং মার্কেট কমপ্লেক্সে অভিযান করেন মহকুমাশাসক অসীম সাহার নেতৃত্বে একটি টিম। কিন্তু শহরের শকুন্তলা রোডের আয়তরমা সেন্টারে অভিযান করে পাল্টা দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয় সদর মহকু মাশাসকের টিমকে। প্রতিবাদের মুখে পড়ে খালি হতেই ফিরতে হয় মহকুমাশাসকের টিমকে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও বক্তব্য নেই রাজ্য প্রশাসনের। জানা গেছে, সদর মহকুমাশাসকের টিম গত তিনদিন ধরে বাজারগুলিতে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব দেখতে অভিযান করছে। তারা ইতিমধ্যে কয়েকজনকে জরিমানাও করেছে। সোমবারও যথারীতি এই টিম বাজারগুলিতে বের হয়। আয়তরমা

অভিযানে নেমে দুর্ব্যবহারের

পান মহকুমাশাসকের টিম। কিন্তু তাদের জরিমানা করতে গেলে পাল্টা দুর্ব্যবহার করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের মিছিল-মিটিং-এ নেতারা মাস্ক না পরলেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কোনও জরিমানা করেন না। শুধু তাই নয়, শাসক দলের বিধায়ককেও ভিড়ের মধ্যে মাস্কবিহীন অবস্থায় থাকতে দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতে কেন সাধারণ নাগরিকরা জরিমানা দেবেন? পাল্টা দুর্ব্যবহার সহ্য করেই মহকুমা শাসকের টিমকে মেট্রো বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। এই ঘটনায় মহকুমাশাসকের বক্তব্য, আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় কর্তৃপক্ষ চিন্তা করবে। করোনা অতিমারিতে আগরতলা শহর এখন সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের তালিকায় রয়েছে। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই ছেয়ে যাচ্ছে সেন্ট্রাম-এ মেট্রো বাজারে গিয়ে করোনা • **এরপর দুইয়ের পাতা**য় প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স এর প্যারামেডিক্যাল সেকশনে ১৭ জানুয়ারি থেকে ইন্টারনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিলো। কলেজে পরীক্ষার নোটিশ দেওয়া হয় ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে। যেহেতু ক্লিনিক্যাল ক্লাস হাসপাতালে হয়, স্টুডেন্টসরা ক্লাস করতে গেলে কোভিড পজিটিভ হয়ে যায়। টিপস ম্যানেজমেন্ট তৎক্ষণাৎ ওই ছাত্রদের আলাদা করে আইসোলেশন রুমে রাখার ব্যবস্থা করে। চার/পাঁচ জন ছাত্রছাত্রী যারা কোভিড পজিটিভ হয়ে যায়, বিগত এক সপ্তাহ ধরে আলাদা ঘরে থেকে এখন তারা অনেকটাই সুস্থ। দুই/তিনজন শিক্ষিকাও কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। তারা হোম আইসোলেশনে আছেন। কলেজের প্রবেশদ্বারে দেহের তাপ পরিমাপের এবং স্যানিটাইজেশন এর ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া স্যানিটাইজেশন টানেল এর ব্যবস্থা আছে এবং সবাইকে এর মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হয়। কলেজের ক্লাসরুম ও অন্যান্য জায়গা নিয়মিতভাবে কলেজ শুরু হওয়ার আগে স্যানিটাইজেশন করা হয়। সাধারণত কোভিড-এর কোনও লক্ষণ না থাকলে কাউকে কোভিড-এর পরীক্ষা করানোর দরকার নেই। গত ১০ জানুয়ারি উচ্চশিক্ষা দফতর, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেহেতু বাইরের ছাত্রছাত্রীরা হোস্টেল-এ আছে, হোস্টেল না বন্ধ করে নিরাপত্তা সতর্কতা নিয়ে হোস্টেল চলছে। তাতে নতুন করে কোনো ছাত্র আর কোভিড পজিটিভ হয়নি বা সিম্পটম নেই। গত দু'দিন ধরে বাইরের কোনও উস্কানিতে টিপস-এর হোস্টেল এর ছাত্ররা বলতে থাকে যে তারা অফলাইন এ পরীক্ষা দেবে না। হেলথ সায়েন্স কোর্সে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা অফলাইনে হতে হবে। অনলাইনে এইসব কোর্স-এর গুণগত মান ঠিক থাকে না। ত্রিপুরা সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী টিপস কলেজ এর গত সপ্তাহ কলেজ বন্ধ ছিলো, সবার সুরক্ষার জন্য। যেখানে সমস্ত স্কুল কলেজ খোলা, ক্লাস চলছে সব জায়গায়। সেখানে শুধু পরীক্ষা দিতে এলে কোভিড হয়ে যাবে এটা যুক্তিযুক্ত নয়। পরীক্ষার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মূলত আগরতলার এমবিবি ধর্মনগর, ১৭ জানয়ারি ।। দুরশিক্ষার কলেজের অভ্যন্তরস্থ রিজিওনাল মাধ্যমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বিভিন্ন সেন্টারে সমস্যার সমাধান না পেয়ে বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স এমনকী

ছাত্রছাত্রীরা ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পঠন পাঠনের জন্য নির্ভরশীল। যেসব ছাত্রছাত্রী নানা কারণে মোডে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পঠনপাঠন করতে পারে না অথবা সরকারি - বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতদের নিকট ইগনো-এ দূরশিক্ষা মুডে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোনও বিকল্প নেই। সেসব ছাত্রছাত্রীরা ইগনো কর্তৃ পক্ষের অবহেলা ও অব্যবস্থার কারণে অনিশ্চিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিন্যাপন করলেও কোন সুরাহা না পেয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পিপলস ইউনিভার্সিটি বলে ইতিমধ্যে স্বনামখ্যাত ইগনো'র

ছাত্রছাত্রীরা এমন পরিস্থিতির মধ্যে

পড়বেন তারা কিংবা তাদের

পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা

কখনও ভাবেননি। ত্রিপুরা রাজ্যের

সবকটি ইগনো স্টাডি সেন্টারগুলি

বিএড কোর্সে দেশের লক্ষ লক্ষ

রিজিওনাল সেন্টারে ছুটে গিয়েও যথোপযুক্ত সমাধান না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অসংখ্য। ২০২০ইং মাস্টার ডিগ্রি পূর্ণ করে বর্তমানে বহির্রাজ্যে বিএড পাঠরতা এক ছাত্রী মাইথেশন সার্টিফিকেটের জন্য স্টাডি সেন্টার সে ফর্ম পূরণ করে ডিমান্ড ড্রাফট সহযোগে এমবিবি কলেজস্থিত রিজিওনাল সেন্টারে গেলে তার আবেদনপত্র নাকি গৃহিত হয়নি। ওই ছাত্রীকে নাকি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে— ওয়েবসাইট থেকে নতুন ফরমেটে মাইগ্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে কিন্তু ইগনো'র সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে তথাকথিত ফরমেট অনুসন্ধান করে পাইনি ওই ছাত্রী। বর্তমানে অনিশ্চিয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ওই ছাত্রীটি। এদিকে যে কলেজে ছাত্রীটি বিএড পাঠরতা সেখানে যথাসময়ে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট জমা করতে না পারলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টেশন পাবে না। ফলে বিএড প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এমন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী

এই অব্যবস্থার শিকার। গত বছর নয়াদিল্লিস্থিত ইগনো'র হেড (২০২১ইং) জলাই-আগস্ট মাসে যেসব ছাত্ৰছাত্ৰী স্নাতক অথবা মাস্টার ডিগ্রি কোর্সে নাম অনলাইনে রেজিস্ট্রি করে ভর্তি হয়েছে তারাও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে--- এমন অসংখ্য তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, একজন ছাত্রী পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (অনার্স) কোর্সে গত আগস্ট মাসে ভর্তি হয়েছে। পর এডিমশন কনফারমেশন সংক্রান্ত তথ্য এসেছে মেয়েটির ই-মেল ঠিকানায়। এরপর নয়াদিল্লিস্থিত হেড কোয়ার্টার থেকে ছাত্রীটিকে জানানো হয়েছে তার স্টাডি মেটেরিয়ালস বা বইপত্র ডাকযোগে ছাত্রীর বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে কিন্তু গত দু-মাস ধরে ডাকঘরে বারবার যোগাযোগ করেও বইপত্র পাওয়া যায়নি। তখন ছাত্রীটি ইগনো'র গ্রিভেন্স সেলে এ সংক্রান্ত অভিযোগ পাঠালে উত্তর আসে আগরতলা রিজিওনাল সেন্টারে যোগাযোগ করতে। আগরতলা রিজিওনাল সেন্টারে স্টাডি ম্যাটেরিয়্যালস-এর জন্য যোগাযোগ করলে তারা জানায়

কোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে। রিজিওনাল সেন্টারে ল্যান্ডলাইন নম্বরে ডায়াল করলে রিসিভার তুল সেটে উপুড় করে রেখে দেওয়া হয়। কথা বলা সম্ভব হয় না। অথচ ইগনো 'র গাইডলাইন মতে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীগণ ৩১ মার্চের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট (সবকটি বিষয়ের) স্টাডি সেন্টারে জমা করতে হবে। জুন মাসে হবে টার্ম-অ্যান্ড এগজামিনেশন। শ্রদ্ধেয় পাঠক, সংশ্লিষ্ট ছাত্রীটির প্রথম বর্ষের ৭ মাস ইতিমধ্যে চলে গেছে। অবশিষ্ট ৫ মাসে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে পঠন পাঠন করে পরীক্ষায় বসতে পারবে কি ? বসতে পারলেও ফলাফল কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সংশ্লিষ্ট ছাত্রীটির মত রাজ্যের শত শত ছাত্রছাত্রীরা এভাবেই ইগনো কর্ত্ পক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অব্যবস্থার শিকার। পাশাপাশি কোভিডের তৃতীয় ঢেউ চলছে। কর্তৃপক্ষ যদি উপরোক্ত সমস্যার সমাধানে সক্রিয় না হয় তবে ইগনো-এ পাঠরত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর একটি বছর বরবাদ হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবে বৈকি?

গুরুত্বপূর্ণ

দিন বললো

আমরা বাঙালি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।।

গুরুত্বপূর্ণ দিন বললো আমরা

দিনটিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়

বাঙালি। দলের তরফে এই

নিতাই শীলের প্রতি। আমরা

আয়োজন ছিল। শুধু তাই নয়,

বাঙালি রাজ্য দফতরে এই

১৭ জানুয়ারি দিনটিকে

ষর ঘরে বীরাজতের থ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিল তারা ময়দানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে চলে বীরজিৎ সিনহা। সাংগঠনিক জেলাস্তরে প্রশিক্ষণ কর্মশালার পাশাপাশি এখন দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে অন্য দল থেকে ভাঙিয়ে নিজের দলকে সমদ্ধ করার প্রয়াস শুরু করেছেন তিনি। চলতি মাসেই বেশ কয়েকটি জেলায় সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরও কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা কয়েকটি জেলায় কর্মসূচি রয়েছে। ছাড়াও সদর জেলা কংগ্রেস বীরজিৎ সিন্হার নেতৃত্বে থাবা সার্বিক কর্মসূচির বিষয়গুলো নিয়ে সভাপতি সুব্রত সিন্হা-সহ বসিয়ে নিজেদের দলে যোগদান ইতিপূর্বে বীরজিৎ সিন্হা অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ

জানিয়েছেন, যারা দীর্ঘ সময় গেলেও আবার কংগ্রেসে ফিরে আসছে কংগ্রেসেই। এদিন বড়জলায় এমনই একটি কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে বিজেপি, সিপিএম থেকে নেতৃত্ব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে তারা দাবি করেন। এই আয়োজনে প্রদেশ

এদিনের এই যোগদানপর্বে টিডিএফ-এ যোগদানকারী শান্তনু পালও আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। সিপিএম থেকে অভিনাশ সরকার এদিন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বড়জলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে এই আয়োজন ছিল। তবে কংগ্রেস ভাঙিয়ে টিডিএফ'কে সমৃদ্ধ করার লড়াই শুরু করেছিলেন পীযুষ কাস্তি বিশ্বাস। এবার টিডিএফ'র ঘরে

অর । সিং অংশ নেন। এই

পীয়ুষ কান্তি বিশ্বাসরা কংগ্রেস ছেড়ে নিজে দল গড়লেও তারা কিছু করতে পারবেন না। বীরজিৎ সিনহার দাবি এই সময়ের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু কিছু করতে পারেননি। আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। তবে শান্তনু পাল কংগ্রেসের বীরজিৎ গোষ্ঠীর নেতা বলেই সকলের জানা। সাংগঠনিক পরিসরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে তেজি করেছিলেন কংগ্রেসের ব্যানারে। তবে বীরজিৎ সিন্হা টিডিএফ-এ যোগদানকারী শান্তনু পালকে ফের ঘরে ফিরিয়ে এনে বার্তাও দিলেন। কংগ্রেস ছেড়ে পীযুষ কান্তি বিশ্বাস টিডিএফ গঠন করে কার্যত ছেলের হাতেই ব্যাটনটা তুলে দিয়েছিলেন। তাপস দে-দের মতো পোড় খাওয়া কংগ্রেস নেতারা টিডিএফ'র দলের সাথে থাকলেও তাদের মধ্যে অনেকেই সুদীর্ঘ কালের কংগ্রেস রাজনীতির অভ্যেস ছাড়তে পারছেন না। তারাই এই সময়ে কংগ্রেসের সাথে অর্থাৎ কংগ্রেস রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে আসতে গোপনে যোগাযোগ এরপর দুইয়ের পাতায়

বীরজিৎ সিনহা বরাবরই দাবি করেন

আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই দিনটি পালন করেছে আমরা বাঙালি এই দিন শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আমরা বাঙালি রাজ্য সচিব বলেছেন, এই রাজ্যে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব তথা মাটি রক্ষার আন্দোলনকে সফল করতে গিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৭ জানুয়ারি তৎকালীন বাঙালি বিদ্বেষী কমিউনিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশের গুলিতে বিশ্রামগঞ্জে আমরা বাঙালি দলের যুব কর্মী নিতাই শীল প্রথম নিহত হন। তার আত্ম বলিদান দিবসটিকে প্রতি বছরের মতো এবারও কোভিড বিধি মেনে আমরা বাঙালি দলের তরফে আগরতলার রাজ্য অফিস ছাড়াও বিশ্রামগঞ্জ, চড়িলাম, মোহনপুর, খোয়াই, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, পানিসাগর, মাছমারা-সহ গোটা রাজ্যে পালন করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। শহিদ নিতাই শীলের প্রতিকৃতিতে রাজ্য সচিব-সহ অন্যান্যরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এদিন গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল আরও বলেন, বাঙালির অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলন চলছে এখনও। বিগত দিনে এই আন্দোলন করতে গিয়ে তেলিয়ামুড়ায় সরলা বিশ্বাস, অর্জুন বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে তৎকালীন প্রশাসনিক সন্ত্রাস তথা আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন। কেউ বা আহত হয়েছিলেন। আমরা বাঙালির তরফে এদিন এসব ঘটনার ধিক্কার জানান গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল। তিনি বলেন, বাম আমল থেকে বর্তমান সরকারের সময়ে উপজাতি তোষণ নীতি চলছে। বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষায় আন্দোলন তেজি করার কথাও বলেছেন তিনি।



আমরা বাঙালির শহিদান দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৭ জানুয়ারি।। প্রতিবছরই ১৭ জানুয়ারি আমরা বাঙালি দলের উদ্যোগে এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার কল্যাণপুরে আমরা বাঙালি দলের তরফ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই কর্মসূচিটি পালিত হয়। উল্লেখ্য ১৯৭৮ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে ১৮৭ ধারা মোতাবেক জমি হস্তান্তর এবং বাঙালি বিদ্বেষমূলক বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বলে আমরা বাঙালি দলের অভিযোগ। এরপর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৭ জানুয়ারি আমরা বাঙালি দলের সমর্থনে কর্মসূচি পালন করতে গেলে বৰ্তমান সিপাহিজলা জেলাতে পুলিশ সমর্থনকারীদের উপর নির্মম আক্রমণ সংগঠিত করে এবং গুলির আঘাতে আমরা বাঙালি দলের কর্মী নিতাই শীল

এরপর দুইয়ের পাতায়

আজকের দিনটি কেমন যাবে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। আগামী ৩১ জানুয়ারি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। দেশের সমস্ত প্রদেশের নিরি েখ প্রয়োজনীয়তার ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয় বরাদ্দের দাবিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেতে চলেছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফেও সাংগঠনিক পর্যায়ে ব্যয় বরান্দের দাবিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। সেই অনুযায়ী ত্রিপুরা থেকেও গত ১৬ জানুয়ারি রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে। এই দিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ওয়েবিনারে রাজ্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। এই আলোচনায় দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সহসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, মুখপাত্র গোপাল কৃষ্ণ আগরওয়াল এবং

আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। যদিও এই বৈঠকের আগেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার পৌরহিত্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজ্যের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। এই বিশেষজ্ঞরাই পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ত্রিপুরার তরফে আলোচনায় পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন যথাক্রমে ড. কিরণ শঙ্কর চক্রবর্তী, ড. সুজিত দেব, ড. পুনম মুখার্জী এবং ড. সায়ন সাহা। বিশেষজ্ঞ প্যানেলিস্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়। রাজ্যের তর্ফে উত্থাপিত বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়। রাজ্যের তরফে প্রস্তাব করা হয়েছে, রাবারভিত্তিক শিল্প ক্ষেত্র আরো প্রশস্থ করা। উন্নতি হয়েছে তবে সড়ক

যোগাযোগ, আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং তীর্থস্থানগুলির বিষয়কে সামনে রেখে পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মংস্থানের সম্ভাবনাগুলিও বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে এইমসের ন্যায় সর্বসুবিধাযুক্ত হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পর্যটনের সম্ভাবনাও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আশা করা যায় রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকাশে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশ থেকেও সাধারণ জনগণ এই রাজ্যে এসে পরিষেবা নিতেই অধিক পছন্দ করবেন। প্রবীণ নাগরিকদের ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়ানো, তাদের সঞ্চিত অর্থের উপর বিশেষ করে এমআইএস-এর অধিক অংকের সুদ দেবার প্রস্তাব করা স্থাপনের যাবতীয় ক্ষেত্রগুলির হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা যাতে খতিয়ে দেখা হয়। সেই সঙ্গে সীতারমন আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানগত সবকটি রাজ্য থেকে আসা সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তাবসমূহ খতিয়ে দেখবেন এবং বাংলাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ব্যয় এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের বরাদ্দের দাবিতে সম্মলিত করার প্রয়াস নেবেন। দলের তরফে এক ইতিমধ্যে রাজ্যের যোগাযোগ বিবৃতিতে এই সংবাদ জানান প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

রাশির পক্ষে শুভ।কর্মভাব | উ পার্জন বৃদ্ধি শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো হবে।তবে শত্রুতার যোগ দেখা যায়। অর্থ যেমন আসবে আবার ব্যয়ও হবে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা

বৃষ : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায় শত্রুতার যোগ দেখা যায়।

মিথুন : দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কৰ্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দুশ্চিন্তা দেখা দেবে। প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে

সাবধানে চলা দরকার। 🏂 কর্কট : দিনটিতে কর্মভাব মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো হবে। তবে পার্টনার থাকলে মনোমালিন্য হবে। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ

💸 বৃদ্ধির যোগ আছে। সিংহ : দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক | উত্তেজনা দমন করে চলতে চেষ্টা করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি

কন্যা: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটিতে নানান সুযোগ আসবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বজনিত কারণের দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে **।** মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন।

তুলা: চোট আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকবে। চলাফেরায় সতর্ক

মেষ : দিনটিতে মেষ । থাকতে হবে দিনটিতে। ব্যবসা সূত্রে চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে উভয়ের।

বৃশ্চিক : দিনটিতে যাই করুন চিন্তা ভাবনা করে করবেন ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি 🐧 তেমন শুভ নয়। ব্যবস মোটামুটি ভালোই যাবে। । নিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে তবে মানসিক উদ্বেগ ও অকারণে | চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ তবে কারও চাপে কোনো কিছু করবেন না। অন্যথায় সমস্যা আরও

বাডতে পারে। দাম্পত্যজীবন খবই

ধনু: দিনটিতে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে তবে আপনি যথেষ্ট <u>চনমনে থা</u>কবেন। দিনটিতে একট নজর রাখতে হবে পায়ের পাতা আরোও একটু ওপরের দিকে মচকে যাওয়া হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বন্ধু বা শত্রু থেকে সাবধান থাকা দরকার।

মকর : দিনটিতে কর্মজীবী ও 🕶 ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ। আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হবে। তবে রাত্রি ভাগে নানা কারণে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

এর জন্য বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

কুম্ভ : দিনটিতে সংযম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন সাফল্য লাভের জন্য চাকরি ব্যবসা উভয়ক্ষেত্রেই সময় অনুকূলে। চাকরিজীবীরা দিনটিতে বিশেষ শুভ ফল ভোগ করবে ।যারা আগে আপনাকে অবহেলা করত

দিনটি তাদের প্রিয় হবে। মীন : দিনটিতে চাকরিজীবীদের 🕳 সামান্য অসহযোগিতা

বাড়বে। সুনাম-সহ 🛮 সাফল্যের ধারাবাহিক বৃদ্ধি পাবে।স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা নার্ভাসনেস, টেনশনের কারণে | দ্রকার।মানসিক অস্থিরতার মধ্যে প্রতিভাগুলো ঠিকমত বিকশিত হবে না। মানুষের জন্য ভালো কাজ করেও প্রতিদান পাবেন না।

SONGDUK NAIPHIL TAI HUKUMU TANGKHOR (TRIPURA TIPRASA HAMKRAI NAIKHUNG) TRIPURA HAPHANG

SAKWLAIMUNG

Philbrwichibrwi kokborok sal palaimung rwgwi 18th January Kraksal 2022 bisi Suparibagan. Krishnanagarni Dasarath Deb Auditorium-o songchajaknai pandani bwtangrok khamao rwjakkha. 0 panda Auditoriumni achukthai kairao kaithamchitham nainai/khwnanai/ manjakphainairokno twiwi songchajaganw.

O pandao Tiprasa Hamkrai naikhungni borom gwnang montri Mwchang Mevar Kumar Jamatia, Borom gwnang Tripura Kerong Kokchapnokni adong Mwchang Prem Kumar Reang, Tripura Kerong Kokchapnokni Borom gwnang adong Mwchang Prashanta Debbarma, Borom gwnang Tripura kerong Kokchapnokni adong Mwchang Dhananjoy Tripura, Tiprasa Hamkrai naikhungni Tangphang Okra Mwchang Puneet Agarwal, IAS, Tiprasa Hamkrai Naikhungni Dagiphang Dr. Vishal Kumar, IAS tai Songduk Naiphil tai Hukumu tangkhorni Dagiphang, Ananda Hari Jamatia song hai okra lukurok tongbaiyanwa

-: PANDA BWTANG:-

Sirisiti rwkjak Jaduni Rwchapmung bataimung (Solo Traditional Folk Song Competition) 1. Jora: Dipor Dam 1 ni simi 3.30 jora.

2. 0 bataimungo bebagwi khorok 25 batainairokno mung rwnani sep rwjaknai. 3. Mung rwnani bagwi 7005379326 o numbero kok sawi eba whats App twi kok sawi nini roll

number sanwi nahardi. 4. Bataimung wngnai `Jadu Kolija(Tipra Bharat) Rwchapmungni sakao.

5. Bataimungo kha sotonjak kaichar sokat rwnani thiti khaijakkha. (1st 2nd 3rd tai 5 - Consola-

6. Rwchabnairokno chubanani bagwi sarinda bai sumui tamnaibo tongnai. -: KOKLOP PANDA (Poet Meet) :-

1. Jora: Dipor Dam 3:30 ni simi 5.30 pm jora

habanogo joma rwna nangnai.

2. Koklop pandao baithangni swijak koklop porinani bagwi mung tisanani nangsuknai. 3. Joto koklopnairokno jono soti kaiba khaiwi jora rwjaknai tai koklop porimani ulo aboni copy

4. Khoro thamchi kokborok koklopnairokno koklop porinani sep rwjaknai swkango mung rwmani bisingtwi.

5. Mung rwnani bagwi kok sadi 7005379326 o lomboro ebakhe whatsapp bo khaiwi jani serial

number sanwi naharna angnai. 6. Koklop pandao koklopnairokno' rangni yakpaibo rwjaknai.

-: JOTONI BAGWI PHIYOKJAK SWNGMUNG BATAIMUNG :-1. Thai:- Dasharath Deb auditorium, Suparibagan, Krishna Nagar, Agartala.

2. Sal:- 18th January, 2022 bisi 3. Jora:- Sanja Dam 5:30 ni simi 7:30 jora

-: Borom yapharmung tai Hukumu Panda :-Sal :- 19th January. 2022

Jora :- Sarik Dam 3:00 ni simi Sanja Dam 8:00 jora. Thai :- Rabindra Shatabarshiki Bhawan, Hall No-1 Agartala.

0 pandao chengwi rwnai tai naruai okra wngwi manjaganw Tiprasa Hamkrai Naikhungni montri borom gwnang mwchang Mevar Kumar Jamatia, Pandani achukphang wngwi tonganw Tripura haste kerong kokchapnokni borom gwnang adong Dr Atul Debbarma , Tiprasa Hamkrai

naikhungni tangphang okra Mwchang Puneet Agarwal, IAS, Tiprasa Hamkrai Naikhungni Dagiphang Dr. Vishal Kumar (IAS) tai Songduk Naiphil tai Hukumu Tangkhor, Tripura Haphang. -: PANDA BWTANGROK:-

Hukumu panda. borom yapharma panda tai sokat yapharma panda nokha salnwini o pandao hodani joto beremni lukurok khatungmabai manjakmani bisingtwi chasana wngthung.

ICA-D-1663/22

(Ananda Hari Jamatia) Dagiphang Songduk Naiphil Tai Hukumu Tangkhor, Tripura Haphang.

'ত্রিপুরার নৃত্য অঙ্গনের সঙ্গে এই কিংবদন্তি শিল্পীর প্রাণের সম্পর্ক'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ভক্তিরস স্লান হয়ে প্রদর্শন মুখ্য হয়ে উঠছিলো। নৃত্যের ।। শোকাগ্রস্ত রাজ্যের শিল্পীমহল। কারণ ত্রিপুরার সাথে প্রতি এই অবহেলা সহ্য করতে না পেরে হরিদাশের কিংবদন্তি শিল্পী বিরজু মহারাজের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শিষ্য ঈশ্বরীপ্রসাদ দিল্লি থেকে লক্ষ্ণৌ চলে আসেন। তিনিই রাজ্যেও বহু অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ত্রিপুরা কংখক নৃত্যের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করেন। পরবর্তীতে নবাব সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের তরফে সাধারণ সম্পাদক বিভূ ওয়াজেদ আলী এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ভট্টাচার্য বলেছেন, ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের এক বহুত্ত্বাদী দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বিন্দাদীন মহারাজ ও কালকা মহারাজ মুগ্ধতার নাম কখক। কখক নৃত্যের সূর্যসম দ্যুতি, কখক নৃত্যের নানা পরিবর্তন করেন। আগে কখক নৃত্য কিংবদন্তি শিল্পী বিরজু মহারাজের প্রয়াণে একটা যুগের নর্তক-কবিতা বলে নৃত্য করতেন। ঠাকুর প্রসাদ বোল অবসান হলো। যদিও শিল্পীর মৃত্যু নেই। কেননা , বলে কত্থক নৃত্যের প্রচলন করেন।মহারাজ বিন্দাদিনের ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে এক ইতিহাস নির্মাণের কারিগর পুত্র আচ্ছন মহারাজের পুত্র ছিলেন বিরজু মহারাজ। ছিলেন বিরজু মহারাজ। এই মহৎ শিল্পীর প্রয়াণে দেশ তাঁর প্রকৃত নাম ব্রিজমোহন মিশ্র। পরবর্তীতে তিনিই হারালো তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান কে। নৃত্য জগতে তাঁর অশেষ ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক অবিনশ্বর নাম হয়ে অবদান ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে, নত মস্তকে উঠেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় বহুত্ত্ববাদী সংস্কৃতির এই অবদানকে সংগঠন স্মরণ করে। তিনি জন্মগ্রহণ চর্চার পরিসরে একটা বিরাট শূন্যতা এলো। বিভু করেন, বিখ্যাত কত্থক নৃত্য পরিবারে, বাবা অচ্ছান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র মহারাজ মা আম্মা মহারাজ লক্ষ্ণৌয়ের শাস্ত্রীয় নৃত্যের এই মহান শিল্পীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসিদ্ধ কালকা ঘরণার প্রতিভূ ছিলেন। এখানে একটু করছে।এরাজ্যের নৃত্য অঙ্গনের সঙ্গে এই মহৎ শিল্পীর উল্লেখ দরকার যে, কত্থক শব্দটি এসেছে কথা শব্দ থেকে। প্রাণের সম্পর্ক ছিল। বেশ কয়ে কবার তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ধ্রুপদী নৃত্যের গীত ও আগরতলা এসেছেন। অনুষ্ঠান করেছেন। প্রশিক্ষণ বাদ্যের আচার্য স্বামী হরিদাসের অভ্যুত্থান হয়। একথা দিয়েছেন। তাঁর অনেক গুণমুগ্ধ নৃত্যশিল্পী রয়েছেন সকলেই জানেন যে, মোঘল আমলেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় এরাজ্যেও। সকলের প্রতি সমশোক ও সমবেদনা নৃত্য মন্দির চাতাল থেকে রাজদরবারে স্থান পায়। জানিয়েছেন তিনি। এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের পরবর্তী সময়ে এই ঘরানার ধ্রুপদী নৃত্যের মূলভাব শিল্পী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আজ রাতের ওযুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

করোনা পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছাত্র সংগঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি পঠনপাঠন বিষয়েও রাজ্য শিক্ষা দফতরের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনেক আগেই জানানো হয়েছে। পর পর দু'বার সাংবাদিক সম্মেলন করে শিক্ষামন্ত্রী গোটা বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। অভিযোগ, কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান সরকারের নির্দেশের পাশাপাশি দফতরের দেওয়া গাইডলাইনও মানছে না। এমনই অভিযোগ তুলে ধরেছেন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিট তরফে দিব্যেন্দু মজুমদার। তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে সব বিভাগের সেমিস্টার পরীক্ষার নেওয়ার জন্য রুটিন ঘোষণা দিয়েছে। তাতে এই সময়ের মধ্যে ছাত্র সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে তারা উদ্বিগ্ন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলে তিনি জানতে পারলেন যে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অথচ সিলেবাস সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তারা পরীক্ষার রুটিন ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, মাত্র তিনমাস ক্লাস করে ছয় মাসের একটি সেমিস্টার পরীক্ষা করতে চলেছে কর্তৃপক্ষ। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাস ফেলের বিষযটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁডিয়েছে। অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিট থেকে দাবি করছে, ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ এবং তাদের ফলাফলের কথা চিস্তা করে বর্তমান পরীক্ষার রুটিন পিছিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত হবে। করোনার নিয়মগুলো এবং ত্রিপুরা উচ্চশিক্ষা দফতরের করোনার গাইডলাইন মানছে না কর্তৃপক্ষ-এমন অভিযোগ জানিয়েছে ছাত্ররা। এই বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে তারা উদ্বিগ্ন। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দাবি করেন, হোস্টেলে এরপর দুইয়ের পাতায়

ব্যাঙ্গে কর্মী স্বল্পতায় গ্রাহক দুর্ভোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জানুয়ারি।। কর্মী স্বল্পতায় ধুঁকছে এসবিআই গকুলপুর শাখা। উদয়পুরে এসবিআই'এর ৪টি শাখা আছে। শহরের পাশে মহাদেবদিঘি সংলগ্ন এলাকায়, দ্বিতীয় রমেশ চৌমুহনি, তৃতীয় মাতাবাড়ি এবং চতুর্থ গকুলপুর শাখা। গকুলপুর শাখায় প্রায় ৫ হাজার গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট আছে। কিন্তু সেখানে এখন নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা যাচ্ছে না। কারণ, ওই শাখায় কর্মী স্বল্পতা থাকায় এখন যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তাদেরকেই সঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এক কথায় ওই শাখাটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। লোন প্রদানের ক্ষেত্রেও দেরি হচ্ছে। কেউ যদি ব্যাক্ষে আসেন তাহলে লেনদেনের জন্য সারাদিন অতিবাহিত করছেন ব্যাক্ষের ভেতরেই। সেখানে ম্যানেজার-সহ আছেন মাত্ৰ ৪ জন কৰ্মী। এক প্রকারে তারা নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। গকুলপুর, শালগড়া, হদা, আঠারোভোলা, বাগমা-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ ওই শাখার গ্রাহক। মাত্র ৪ জন কর্মী দিয়ে কিভাবে ব্যাঙ্ক চলছে সেটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। জানা গেছে ওই ব্যাঙ্ক

এরপর দুইয়ের পাতায়

Dated: 14/01/2022

OFFICE OF THE AMBASSA MUNICIPAL COUNCIL AMBASSA, DHALAI DISTRICT

No.F.1(1)/CEO/AMC/ABS/2020/7382-90 Notice inviting e-Tender

The Chief Executive Officer, Ambassa Municipal Council invited percentage rate e-tender for the following works:

1	SI. No.	Name of work	Estimated Cost (In Rs)	Tender Document fee(In Rs)	Earnest money (In Rs)
	1	Construction of fruits sheds under Ambassa Municipal Council during the the year 2021- 2022./SH:-10(ten) nos fruits sheds in semi permanent nature work with wooden piller,GCI sheet walling & roofing with pucca flooring near Ambassa Kalimandhir. DNIeT No:-04/CEO/AMC/AMB/2021-2022	Rs.700070.00	Rs.1000.00	Rs.7000.00

- Document download start date: 17.01.2022 Bid Submission End date :08.02.2022
- Tender Opening date: 09.02.2022
- The others details related e-Tender can be seen and obtained from the website https:/tripuratenders.gov.in

For and on behalf of Ambassa Municipal Council

Sd/- Illegible Chief Executive Officer Ambassa Municipal Council Ambassa, Dhalai District

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি

যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার									
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।									
সংখ্যা ৪০৭ এর উত্তর									
5	1	2	4	3	6	7	8	9	
6	4	9	1	8	7	5	2	3	
7	8	3	9	5	2	1	6	4	
4	6	7	8	2	1	9	3	5	
2	5	1	3	9	4	6	7	8	
3	9	8	7	6	5	4	1	2	
1	2	5	6	4	8	3	9	7	
9	7	4	2	1	3	8	5	6	
8	3	6	5	7	9	2	4	1	

ক্রামক সংখ্যা — ৪০৮								
9	5		6		1	8		
	7	4	3		9			
			8	2		5	4	
	4	6	1					5
5		8	4		6			
2	3	1	5					4
3		9		6				8
	8	5	7		3		တ	
			9			3	5	

দুই মাস ধরে মজুরি বঞ্চিত পরিযায়ী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ২৬৭ জন শ্রমিক ওই সংস্থায় বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা মজুরি বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন। সংগঠিত হয় ধর্মনগরের বটরশি

ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। আবারও কর্মরত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ওএনজিসি'র সাথে যুক্ত এক ২৪পরগনা থেকে গত নভেম্বর নাগাদ শ্রমিকরা ধর্মনগরের বটরশিতে এসে কাজ শুরু করেন। সোমবার শ্রমিকদের বিক্ষোভ বিশেষ করে ড্রিলিং-এর কাজের



এলাকায়। গত ৬ মাস ধরে তারা সেখানে কাজ করছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত ২ মাস ধরে তাদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের রেশনও। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, দেবী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে তারা কর্মরত। এই কোম্পানির মালিক গঙ্গাধর এবং ম্যানেজার ডিকে জৈন। বহির্রাজ্যের

সাথে ২০১৮ সাল থেকে তারা কোম্পানি যখন অরুণাচল প্রদেশে জডিত।তবে গত ২ মাস ধরে তাদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন, গত ৫ জানুয়ারি থেকে তাদের রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের যাতায়াতের খরচ, অ্যাডভান্স-সহ বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিকদের এ রাজ্যে নিয়ে আসা হয়। এদিকে করোনা পরিস্থিতিতে তাদের

কাজ করেছিল তখন বকেয়া রেখে দেয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। সেই কারণে কোম্পানির লোকেরা একটা সময় পালিয়ে গিয়েছিল। এবার বলা হয়েছে আগের টাকাও নাকি তারা পুষিয়ে দেবে। কিন্তু আগের টাকা

মিটিয়ে দেওয়া তো দূরে থাক, এখন

তারা যে কাজ করেছেন তারও

পারিশ্রমিক মিলছে না। সোমবার

পরিবারের সদস্যরা না খেয়ে দিন

কাটাচ্ছেন। তাদের কাছে এখন

বাডিতে ফিরে যাওয়ার মত টাকাও

নেই। কোম্পানি সম্পর্কে বলতে

গিয়ে এক শ্রমিক জানান, এখনও

পর্যন্ত কোম্পানির কাছে তাদের

সকাল থেকে বটরশিস্থিত ওই সংস্থার অফিসের সামনে শ্রমিকরা ধর্নায় বসেন। তারা জানিয়ে দিয়েছেন যদি পারিশ্রমিক মিটিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা লাগাতর ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এদিন দুপুর নাগাদ মালিকপক্ষ আরক্ষা প্রশাসনের সাহায্য নেয়। টিএসআর জওয়ানদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় বসে মালিকপক্ষ। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ড্রিলিং বাবদ ৫২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন তারা ৫৫ হাজার টাকা চাইছেন। এই মতবিরোধকে কেন্দ্র করে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ পারিশ্রমিক প্রদান বন্ধ করে দেয়। শ্রমিকরা এও জানান. ধর্মনগরের নেতাদের সাথে তাদের কথা হয়েছে। তারা নাকি আশ্বস্ত করেছেন বকেয়া পারিশ্রমিক পাইয়ে দিতে সাহায্য করবেন। কিছুদিন আগেও তেলিয়ামুড়ায় একই ধরনের আন্দোলন দেখা গিয়েছিল।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি/ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। রাজ্য থেকে প্রতিনিয়ত বহির্রাজ্যের উদ্দেশ্যে নেশা সামগ্রী পাচার করা হলেও কুম্ভ নিদ্রায় রয়েছে রাজ্য পুলিশ। ফের তা আবারও প্রমাণিত হলো। আবারো একবার ত্রিপুরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসমে পাড়ি দেওয়ার সময় লরি থেকে গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হল অসম চুরাইবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। মূলত পুলিশকর্মীদের জোরকদমে রুটিন তল্লাশির



কারণেই বিভিন্ন নেশা বোঝাই লরি

ধরা পড়ছে পুলি**শে**র জালে। রবিবার গভীর রাতে ত্রিপুরা থেকে অসমে এনএল ০১ এল ৫৩০২ নম্বরের খালি লরিটি যাওয়ার সময় অসম চুরাইবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ সুজিত শর্মা ও চন্দ্রমণি সিংয়ের তল্লাশিতে বেরিয়ে আসে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা। জব্দকৃত প্রায় দেড় শো কেজি গাঁজার কালোবাজারি মূল্য পনেরো লক্ষ টাকা বলে জানান ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস। এদিকে চালক লিটন মিয়াকেও পুলিশ আটক করেছে। সে জানায় পানিসাগর থেকে এই গাঁজাগুলি বোঝাই করে করিমগঞ্জ বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় কোন এক দোকানে দেওয়া হবে। তার আগরতলায়। অসম পুলিশের এ ধরনের নেশা বিরোধী অভিযানের তৎপরতায় স্বাভাবিক খুশি জেলার মানুষজনও। অপরদিকে ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের উপর বারবার আঙ্গুল উঠতে শুরু করেছে। কি করে। জাতীয় সড়কের উপর এতগুলি থানা থাকা সত্ত্বেও বারবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসম সীমান্তে নিরাপদে চলে যাচেছ নেশা বোঝাই লরি গুলো। আর তাতে রাজ্য পলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে আসছে। সর্যের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে রয়েছে অভিমত শুভবদ্ধিসম্পন্ন মহলের

পড়ুয়াদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা!

তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। শিক্ষা দফতরে ভূতুড়ে কাণ্ড চলছে। বারবার নানা বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছাত্র-অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এসব কারণে দফতরকে বারবার ল্যাজে গোবরে হতে হচ্ছে। সেই একই ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেল আবারও তেলিয়ামুড়ায়। দফতরের নির্দেশকে একাংশ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সোমবার পরীক্ষা নিয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন তেলিয়ামুড়া শহরের কবি নজরুল বিদ্যাভবন, তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়-সহ আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে নির্দেশ অমান্য করে পরীক্ষা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে আসা সম্পূর্ণ স্থগিত করা হয়েছে বলে দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। কিন্তু দফতরের নিৰ্দেশকে মান্যতা না দিয়ে একাধিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এদিন

বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাই প্রশ্ন উঠছে দফতরের নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা? এ বিষয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন। তবে এদিন এক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সপ্তম শ্রেণির সংস্কৃত এবং হিন্দি ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে কেন ছেলেখেলা করছেন শিক্ষকরা? একজন প্রধানশিক্ষক বলেন, যেহেতু দফতরের প্রথম নির্দেশে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ছাড দেওয়া হয়েছিল তাই তারা এদিন পরীক্ষা নিয়েছেন। কিলি প্ৰেশ উঠছে দফতবেব তবফ থেকে সর্বশেষ যে



বিদ্যালয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখতে পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরীক্ষা কেন্দ্র ছেড়ে পালিয়ে যান। তড়িঘড়ি পরীক্ষা বন্ধ করে দেন। প্রশ্ন উঠছে যদি বিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষ নিয়ম মেনে পরীক্ষা নিয়ে থাকে তাহলে মাঝপথে পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হল কেন? প্ৰশ্ন উঠছে এভাবে

তাতে তো এই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তাহলে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হল? একজন প্রধানশিক্ষক অবশ্য দাবি করেন, এ বিষয়ে নাকি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের সাথে কথা হয়েছে। তাহলে কি জেলা শিক্ষা আধিকারিকের নির্দেশেই দফতরের নির্দেশকে অমান্য করা হল?

মতিনগর কাণ্ডের মীমাংসা সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি সোনামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। বিএসএফ এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে রবিবার যে সংঘর্ষ ঘটেছিল তার মীমাংসা হয় সোমবার। এদিন সোনামুড়ার ইউএনসিনগরে বিএসএফ এবং গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে মীমাংসা সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামবাসীদের পক্ষে আইনজীবী জলিলুর রহমান, জহিরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন, আবুল খায়ের ইয়াসিন মিয়া, ইমাম হোসেন প্রমুখ। বিএসএফ'র পক্ষে ১৫০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট, কোম্পানি কমান্ডার সহ আরও অনেকে। মহকুমাশাসক রতন ভৌমিক এবং অতিরিক্ত মহকুমাশাসক ডেভিড ডার্লংও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে দু'পক্ষের তরফ থেকে নিজেদের বক্তব্য জানানো হয়। এর পর মীমাংসাকারীরা গোটা ঘটনাটিকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে



দু'পক্ষে ভূল বোঝাবুঝির কারণেই রবিবারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল। পরবতী সময় বিএসএফ'র তরফ থেকেও প্রতিনিধিরা গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। তবে মীমাংসাকারীরা স্পস্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ওই ঘটনায় যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপরণ দিতে হবে। বিএসএফ'র তরফ থেকে সেই দাবি নাকি মেনে নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে পুনরায় যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজর রাখতে উভয়পক্ষকে বলা হয়েছে। সবাই যাতে শান্তিসম্প্রীতির মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত রবিবার সোনামুড়ার মতিনগর এলাকায় বিএসএফ এবং সাধারণ নাগরিকদের খন্ড যুদ্ধে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের রবপ নিয়েছিল। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছিলেন তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। এমনকী এক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয় বলেও থামবাসীদের তরফ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পরবতী সময় পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিল।

প্রাণরক্ষা করা গেল না কলেজ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিবি হাসপাতালে রেফার করা মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারের হয়েছিল। কোনোরকভাবে রাত

কল্যাণপর, ১৭ জানয়ারি।।রবিবার স্কটি দর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন কলেজ ছাত্র টুটন দেবনাথ। ২২ বছরের ওই যুবক জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন। সোমবার সকালে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরবতী সময় ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। টুটনের মৃতদেহ কল্যাণপুরে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কান্নার রোল পড়ে যায়। গত রবিবার কল্যাণপুর থানাধীন তোতাবাড়ি এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন ওই যুবক। স্কুটিটি রাস্তার পাশের বিদ্যুতের পিলারে ধাক্কা খায়। যার ফলে টুটনের মাথার সামনের অংশে গুরুতর আঘাত লাগে। কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে তাকে তডিঘডি

কেটে গেলেও সোমবার সকালে ওই যুবক মৃত্যুর কাছে হার মেনে যান। খবই দরিদ্র পরিবারের ছেলে

সদস্যরা একেবারে ভেঙে পডেছেন। এলাকার লোকজন এদিন টুটনকে শেষবারের মত দেখতে তার বাড়িতে ছুটে



টুটন। কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি মাছ বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করতেন। সকাল-বিকালে কল্যাণপুরের বিভিন্ন গ্রামে ফেরি করে মাছ বিক্রি করতেন। খোয়াই সরকারি ডিগ্রি কলেজে পড়াশোনা করতেন টটন। তার

আসেন। প্রতিনিয়ত রাজ্যে এই ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোনভাবেই যান দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা যাচেছ না। টুটনের স্কৃটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পেছনে দুরন্ত গতিকেই কারণ হিসেবে মনে

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি, **ফটিকরায়, ১৭ জানুয়ারি।।** পানীয় জলের সমস্যা এখন পাড়ায় পাড়ায় চলছে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার দাবি

দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ঘরে ঘরে যদি

জল পৌঁছে দেওয়া হয় তাহলে

কিছুদিন পর পর নাগরিকদের

বিক্ষোভ দেখাতে হচ্ছে কেন?

সোমবারও কুমারঘাট মহকুমার

সুকান্তনগর পঞ্চায়েত এলাকায়

মহিলারা জলের সংকট নিয়ে

বিক্ষোভ দেখান। তাদের

অভিযোগ, গত ৩-৪দিন ধরে

এলাকায় জল সংকট চলছে।

দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জলের

সমস্যা চলছে। তার মধ্যে ৩-৪দিন

সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে জল সরবরাহ অনেকবার প্রধানকে নাকি বিষয়টি

করা হলেও তা বন্ধ হয়ে আছে। সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

ধরে সংকট বেড়ে গেছে। যেখান বলে সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন। তারা

থেকে জল সরবরাহ করা হয় নাকি দাবি করছেন কিছুটা অপেক্ষা

সেখানে মেশিন বিকল হয়েছে বলে করতে। মহিলাদের বক্তব্য, তাহলে

আছে। ৩-৪দিন ধরে কেন মেশিন সারাই হচ্ছে না সেই বিষয়টিও করছে ঘরে ঘরে নাকি জল পৌঁছে বাধ্য হয়ে মহিলারা ছড়ার জলের

উপর নির্ভর করছেন। নয় তো

অনেক দূরে রিং কুয়ো থেকে জল

সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিবেশীদের

বাড়িতে গিয়ে তাদের জল পান

করতে হয়। কোন রকমভাবে তারা

বেঁচে আছেন বলে মহিলারা

আক্ষেপের সাথে জানান। প্রধান

কিংবা পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যদের

জানানো হলেও তারা কোনো কথার

কর্ণপাত করছে না বলে অভিযোগ।

পঞ্চায়েত সদস্যকেও জানানো

হয়েছে। তারা শুধু জল দেবে দেবে

কারণে একেবারে জল বন্ধ হয়ে এলাকাবাসীর বোধগম্য হচ্ছে না। এ সব নিয়ে কিছু বলছেন না কেন

কুমারঘাট মহকুমায় জলের সংকট নতন কিছ নয়। কিলু সেবদা উন্নয়নের স্লোগান দেওয়া নেতারা

<mark>প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৭ জানয়ারি।।</mark> মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রকোপে প্রশাসনের নির্দেশে বাৎসরিক ওয়াজ স্থগিত করলো মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন ভাগ্যপর গ্রাম পঞ্চায়েতের। ভারত বাংলা সীমান্তের ইয়াকুবনগর 'সৈয়দ শেহাবিয়া ইছলামিয়া আলিয়া ও হাফিজিয়া' মাদ্রাসার বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল ছিল আগামী ২০ জানুয়ারি। স্থানীয় মাদ্রাসায় ঘটা করে ২৬তম দিবারাত্রি ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করেছিল মাদ্রাসা, ওয়াজ ও পরিচালনা কমিটি। ইতিমধ্যে ওয়াজের প্রস্তুতিও ছিল প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। বড বড গেট ও ব্যানার দিয়ে মডে ফেলা হয়েছিল গোটা ইয়াকুবনগর এলাকা। কিন্তু সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের থার্ড ওয়েভের



প্রকোপ রাজ্যে আছডে পড়াতে রাজ্য সরকার সকল মিটিং, মিছিল, মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাতিলের ঘোষণা করে। লাগু করে করোনা বিধিনিষেধ। প্রশাসনের আদেশকে সম্মান জানিয়ে ইয়াকবনগর সৈয়দ শেহাবিয়া ইছলামিয়া আলিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিল আপাতত স্থগিত রাখে কর্তৃপক্ষ। এক সাক্ষাৎকারে উক্ত ওয়াজ কমিটির সভাপতি আলহাজ হজরত মৌলানা সৈয়দ অলায়েত হোসেন(রাম পুরি) সাহেব জানান, মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে উক্ত ওয়াজ মাহফিল স্থগিত রাখা হয়েছে। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে পুনরায় দিন নির্ধারণ করে ওয়াজের আয়োজন করবে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, ওয়াজ ও পরিচালনা কমিটি। তবে উক্ত ওয়াজ স্থগিতের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণের মনে অন্যান্য বছরের এলাকাবাসীকে জানানো হয়। যে কি এখন জল ছাড়া মরতে হবে? মতো সেই খুশির জৌলুস যে নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দায়ের আঘাতে গুরুতর জখম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জানুয়ারি।। দায়ের আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হন বাদল দাস। ঘটনা সেকেরকোট বাজারে। আহত ব্যক্তিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি হোটেল কর্মচারী। বাদল দাস সহ আরও কয়েকজন রবিবার রাতে সেই হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রায়শই



তাদের মদের আসর জমে। মদের আসরেই কোন একটি বিষয় নিয়ে অভিযুক্তের সাথে বাদলের কথা কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে একটা সময় দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে যায়। তখনই অভিযুক্ত যুবক দা নিয়ে বাদলের মাথার পেছনে আঘাত করে। খবর পেয়ে বাদলের পরিবারের লোকজন সেকেরকোট বাজারে ছুটে আসেন। তারা এসে দেখেন হোটেলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন বাদল। তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখন সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। বাদল দাসের বাড়ি সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকায়।

যৌথ অভিযানে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ জানুয়ারি।। পুলিশ এবং বিএসএফ'র যৌথ অভিযানে চাম্পাহাওরে প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। এদিন তুলসিরামবাড়ি এলাকায় গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ ওই অঞ্চলে আরও প্রচুর গাঁজা বাগান আছে। কিন্তু পুলিশ এদিন হাতেগোনা কয়েকটি বাগান ধবংস করে। গাঁজা ধবংসের পেছনেও অন্য খেলা চলছে বলে অভিযোগ। অথচ ব্যাঙের ছাতার মত সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে গাঁজা বাগান। বিশেষ করে পাহাড় এলাকায় গাঁজা বাগান সবচেয়ে বেশি। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও পরবর্তী সময় তারা চোখ বন্ধ করে নেয়। এদিনের অভিযানও লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-61/EE/RD/TLM-DIV/2021-22, Dt-13/01/2022.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tendor from eligible bidders up to 5.00 P.M on 29/01/2022 for 02 (Two) Nos. Works. For details visit websitehttps://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095 / 8731074766 / 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA-C-3375-22

Sd/-Illegible **Executive Engineer** Teliamura, Khowai Tripura

PNIeT No: 40/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 13/01/2022

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central &State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD up to 3.00P.M. on 24/01/2022 for the work. Creation of multi-tiered landscaping with rocks, boulders etc. below the main sign board bearing the name of the High court of Tripura on the southern Periphery of the High court Premises adjacent to Airport Road under capital complex Division, Kunjaban extension, Agartala (2nd call). For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website

DNIeT No: 31/DNIT/EE/CCD/PWD/2021-22

Estimated Cost: Rs. 3,86,879.00, Earnest Money: Rs. 3,869.00 and Time for completion: 30 days (MANIK DEBNATH)

ICA-C-3374-22

Executive Engineer Capital Complex Division, PWD(R&B), Kunjaban Extensio, Agartala, Tripura (W)

NOTICE INVITING e-TENDER

OBCs Welfare Department, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from interested lawful owners of Maruti Eeco Vehicle for providing 1 (one) Maruti Eeco Vehicle to the office of she Hon'ble Minister, OBCs Welfare Department office as on hiring basis in two stage Bid System. OBCs Welfare Department, Government of Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 24-01- 2022 up to 5.00 PM.

Sd/- Illegible (KUNTAL DAS) Director **OBCs Welfare Department**

Government of Tripura.

ICA-C-3389-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 23/EE/SNM/PWD/2021-22, Dt: 13/01/2022. The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 14/02/2022 for the following works:

	are reneming trenter								
SI. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion					
1.	DNIeT No.70 /R/DNIe-T/SE-IV/PWD (R&B)/ 2021-22.	Rs. 1,37,96,725.00	Rs. 1,37,967.00	9 (nine)months.					
2	DNIT No.87 /EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs. 16,71,638.00	Rs. 16,716.00	6 (six)months.					
3	DNIT No.88 /EE/SNM/PWD/2021-22.	Rs. 16,71,638.00	Rs. 16,716.00	6 (six)months.					

- ◆ Last Date & Time for document Downloading & Bidding: 14/02/2022 upto 3.00 PM.
- ◆ Date & Time for opening of Bid: 14/02/2022 at 3.30 PM. ◆ Bid Fee of Rs.2,500.00 for SI.1 & Rs.1,000.00 for SI. 2,3. (Non refundable).
- Class of Bidder : Appropriate Class. • No negotiation will be conducted with the lowest Bidder.

♦ For more details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible (Er. S. Paul) **Executive Engineer** Sonamura Division, PWD(R&B) Sonamura, Sepahijala. Tripura

ICA-C-3382-22

কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থারও। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এডিসিতে সরকার গঠন হওয়ার পর আদৌ কি এডিসি প্রশাসন রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে পেরেছে? মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লকের অধীন কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের বাইগন সিং পাড়া। এই বাইগন সিং পাড়ায় আনুমানিক প্রায় ৪৫টি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জনজাতি রিয়াং সম্প্রদায়ের গর্ভবতী মা-বোন ও অসুস্থ কাউকে তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। পরিবারের বসবাস। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই বাইগন সিং পাড়ার জনজাতি অংশের মানুষজনদের যাতায়াতের জন্য খুব দুৰ্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল কিন্তু রেগার কাজের শ্রমিকদের মাধ্যমে রাস্তাটি পরিষ্কার করার ফলে বর্তমানে কিছুটা যাতায়াত উপযোগী হয়েছে। কারণ ওই এলাকার জনজাতিরা যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে সেই রাস্তাটির অবস্থা বেহাল জঙ্গলাকীর্ণ হওয়াতে এলাকার তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রত্যক্ত কিশোর-কিশোরীদের পড়াশোনার এলাকাগুলির মধ্যে একটি হলো জন্য বিদ্যালয়ে যেতেও অনেকটা বেগ পেতে হয়। তাছাড়া জরুরিকালীন কোনো পরিষবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিল বাইগন সিং পাড়ায় যাওয়ার রাস্তাটি। এলাকার

তাহলে তাদেরকে এই জঙ্গলের মধ্য

যদি হাসপাতলে আনতে হয় সম্পূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ যার ফলে এলাকার জনজাতি অংশের



দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে হতো। এ বিষয়ে এলাকাবাসীদের অভিযোগ, তাদের যাতায়াতের যে রাস্তাটি রয়েছে

মানুষজনদের যাতায়াত করতে অনেক কষ্ট হতো। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে রেগার শ্রমিকদের দারা রাস্তাটির কিছুটা সাফ সাফাই

জন্য কিছুটা উপযোগী হয়েছে রাস্তাটি। কিন্তু এই রাস্তাটির মধ্য দিয়ে জরুরিকালীন কোনো অবস্থার পরিষেবা বাইগন সিং পাড়াতে পৌঁছাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বাইগন সিং এলাকার কিশোর-কিশোরীরা রাস্তার বেহাল দশা হওয়াতে বিদ্যালয়মুখী পর্যন্ত হতে চায় না। এখন এলাকাবাসীদের একটাই দাবি যাতে অতি দ্ৰুত বাইগন সিং পাড়াতে যাতায়াতের জন্য তাদের মূল রাস্তাটি যাতায়াত উপযোগী করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে পাহাড় প্রত্যন্তে এডিসি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে সমাজের একাংশ বুদ্ধিজীবি মহল জুড়ে।।

জানা এজানা

ঝিঁঝি পোকার গান

ঝিঁঝি পোকার গানের সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত। বিশেষ করে, যাদের সঙ্গে গ্রামবাংলার সম্পর্ক রয়েছে, তারা তো গ্রীষ্মের ঝিঁঝির গান শুনতে অভ্যস্ত। আর গ্রামের শিশু-কিশোরদের মুখে একটা কথা খুব প্রচলিত: ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়েছে...এই তো আম-কাঁঠাল পাকল বলে। আবার প্রকৃতির বাস্তবতা হলো, এ সময়েই আম-কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলফলাদি পাকে। তবে প্রকৃত সত্য হলো, ঝিঁঝি পোকার গান পুরুষ পোকার প্রজনন সংকেতধ্বনি। এর মাধ্যমে উভয় লিঙ্গের পোকা একে অপরের সঙ্গম করে ও মিলিত হয়। জোনাকির মিটিমিটি ও ঝিঁঝির গানের উল্লেখ যথেষ্ট পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় আমাদের শিল্প-সাহিত্যে, আদিকাল থেকেই। গ্রিক কবি হোমারের লেখায়ও ঝিঁঝির গানের উল্লেখ

সাধারণভাবে পোকা বলতে আমরা কীটপতঙ্গকে বঝি। অর্থাৎ ঝিঁঝি পোকা দলগত পরিচয়ে কীটপতঙ্গ (Class-Inseda)। বৰ্গ (Order) পরিচয়ে হেমিপটেরা (Hemiptera)। সাধারণভাবে এগুলো 'সাইকাডা' (Cicada) নামে পরিচিত। এদের বিস্তার পৃথিবীজুড়ে এবং ৩ হাজারেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। এদের শরীর ১-২ ইঞ্চি লম্বা। এদের শরীর মাথা, বক্ষ ও উদরএ তিন ভাগে বিভক্ত। বক্ষের নিচে জটিল শব্দ (গান) উৎপাদনকারী অঙ্গাদি রয়েছে। পৃথিবীর সব শব্দ উৎপাদনকারী কীটপতঙ্গ মুখ দিয়ে শব্দ করতে পারে না। এরা সাধারণত শরীরের একমাত্র (Roug) অঙ্গের সঙ্গে অন্য কোনো অঙ্গের ঘর্ষণের মাধ্যমে শব্দ উৎপাদন করে। সেই বিশেষ অঙ্গটি পা বা পাখা হতে পারে। ঝিঁঝি পোকার ক্ষেত্রেও তা-ই

ঝিঁঝি পোকা প্রজাতিগুলোর নিচের দিকে সম্মুখ উদরীয় অংশের গোলাকার পক্ষল টিম্বল (Tymbal) নামে একটি অঙ্গ থাকে। এটাই এই গানে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ঝিঁঝি পোকা টিম্বলের কাছাকাছি বিশেষ মাংসপেশিও আছে। সেই মাংসপেশিটি ঝিঁঝি পোকা বারবার টেনে ধরে আর ছেড়ে দেয়। ফলে তৈরি হয় সুরেলা শব্দ। দুপুর বা সন্ধ্যায় পোকাগুলো এমনটা করে। এমন প্রকট ও সুরেলা শব্দ বিঁঝি পোকা ছাড়া অন্য কোনো কীটপতঙ্গের দলে শোনা যায় না। সাধারণত ঝিঁঝি পোকা গাছে বসবাস করে। গাছের রস টেনে খেয়ে বাঁচে। কখনো এগুলো রাত-বিরাতেও শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য শব্দ করে। পাখি এদের বড় শক্র। এদের জীবনধারায় দুই ধরনের অবস্থা লক্ষ করা যায়। একদল বার্ষিক অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে জীবন

চক্র সম্পন্ন করে। অন্য একদল পরিণত অবস্থার আগের অবস্থায় (Nymphal stage) মাটির নিচে ১৩ থেকে ১৭ বছর অনড় অবস্থায় থেকে যায় এত লম্বা সময় ধরে ঝিঁঝি পোকার শীত্যাপনতা (hibernation) অবস্থার থাকাটা প্রকৃতিবিদদের কাছে কৌতৃহলের বিষয়। তারপর তা থেকে বের হয় অজস্র ঝিঁঝি পোকার দল, একসময় মাটির নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। ঝিঁঝি পোকার বিরুদ্ধে নালিশ বুসে ফ্রান্সের একটি অন্যতম পর্যটক আকর্ষণীয় এলাকা। এই সুন্দর গ্রামে বছরজুড়েই পর্যটকদের যথেষ্ট আনাগোনা থাকে। এই গ্রামে প্রচুর ঝিঁঝি পোকা রয়েছে এবং এদের সুরেলা গান গ্রামবাসীর কাছে এক আকর্ষণীয় বস্তু। আক্ষরিক অর্থেই সেই শহরের বাসিন্দারা ঝিঁঝি পোকার গানকে সত্যিকার গানের সঙ্গে তুলনা করে। গ্রামবাসীরা এত দিন ধরে জেনে এসেছে, এই গান একটি পর্যটক আকর্ষণের বিষয়ও বটে কিন্তু হঠাৎ করে একদল ঝিঁঝি একসঙ্গে গান গেয়ে ওঠে একদিন। সেই গান আবার মোটেও পছন্দ করলেন না একদল পর্যটক। তাঁরা এতটাই বিরক্ত হন যে স্থানীয় মেয়রের কাছে নালিশ নিয়ে যান। পাঁচটি দল পর পর নালিশ করে। ঝিঁঝি পোকার কর্কশ ডাকে তাঁরা টিকতে পারছেন না। মেয়র অবশ্য তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, ঝিঁঝির ডাক এই অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এই ডাকের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। মেয়রের অনীহা লক্ষ করে ওই পর্যটক দল নিজেরাই দোকান থেকে কীটনাশক কিনে পোকা মারার পরিকল্পনা করে। পরে অবশ্য তারা তা করেনি। বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণ আইন সারা পৃথিবীতে, এমনকি আমাদের দেশেও বন্য জীবজন্তু রক্ষা করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। তবে সমস্যা হলো, জীবজন্তু বলতে আমরা সাধারণভাবে বড় বন্য জন্তু অর্থাৎ হাতি, সিংহ, বাঘ ও হরিণ জাতীয় প্রাণীকে বুঝি। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়। জীবজন্তু সংরক্ষণ বলতে ছোট-বড় সব জীবজন্তুর সংরক্ষণ বোঝায়। বিশাল হাতি থেকে ক্ষুদ্ৰ ঝিঁঝি পোকাও এর আওতায় এসে যায়। এমনকি বিষধর সাপ মারার ব্যাপারেও কঠিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই বিবেচনা থেকে সহজে ধরে নেওয়া যায়, পৃথিবীর তাবৎ জীবজগৎ এক সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলে সংযোজিত। এর ব্যতিক্রম হলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেবে এবং দিয়েছেও। এই বিষয়টা অনেকাংশে প্রকৃতিবিদদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে যে যেসব প্রাণী আমাদের জীবনের জন্য হুমকি, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা

চালিয়ে যেতে হবে।

রসুনের অনেক গুণ। এটা রক্তচাপ কমায়। শরীরের ত্বক ভালো রাখে। কারও ঠান্ডা লেগে নাকে পানি ঝরতে থাকলে কিছুক্ষণ এক কোষ রসুনের গন্ধ সরাসরি নাকে নিলে বিরক্তিকর সর্দির যন্ত্রণা কমে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো এর গন্ধ খুব তীব্র। পেঁয়াজেও এ রকম সমস্যা আছে, কিন্তু এত তীব্ৰ না। আর তা ছাড়া পেঁয়াজের গন্ধ মুখে বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু রসুনের গন্ধ আপনাকে সহজে ছাড়বে না। সকালে নাশতার সঙ্গে এক কোষ রসুন খেলেন তো গেলেন। অনেকক্ষণ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। তীব্র গন্ধে সবাই দূরে সরে যাবে। আর যদি আপনি নিজ হাতে রসুনের খোসা ছাড়িয়ে কোষ বের করেন, তাহলে হাতে—গায়ে গন্ধ লেগে থাকবে। এমনকি শরীরের ঘামের মধ্যেও গন্ধ লেগে থাকবে। এর কারণ কী ? এ বিষয়ে স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনে (নভেম্বর ২০১৮)

লিখেছে, রসুনে কোষ কাটলে বা ছেঁচলে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্বায়ু জৈবযৌগ উৎপন্ন হয়। এর একটি উপাদান অ্যালিল মিথাইল সালফাইড (এএমএস)। এটা সাংঘাতিক সক্রিয়। পাকস্থলীতে এটা জীর্ণ হয় না। সরাসরি রক্তে মিশে যায়। তারপর রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ফুসফুস ও সেখান থেকে নিশ্বাস বা ঘামের সঙ্গে বাইরে চলে আসে। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এর গন্ধ দূর করার উপায় আছে। লেবু, আপেল বা মিন্ট—জাতীয় কিছু সুগন্ধি উদ্ভিজ্জ উপাদানের রাসায়নিক পদার্থ রসুনের গন্ধ নিষ্ক্রিয় করে। ফলে মুখের গন্ধ দূর হয়। আবার রাসুন কাটাকুটি করার পর লবণ—লেবুর রস হাতে মাখলে বা একটু টুথপেস্ট ঘষলে অথবা স্টেনলেস স্টিলের প্লেটে পানি দিয়ে হাত ঘষলে গন্ধ চলে যায়।

না ফেরার দেশে কথক সম্রাট বয়সীদের টিকাকরণ!

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি।। চলে গেলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজ। সোমবার ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর নাতি স্বরাংশ মিশ্র সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, "দুঃ খের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, আমার দাদু আর নেই। গভীর দুঃখ এবং বিষাদের পরিবারের সবচেয়ে ভালবাসার সদস্যটির মৃত্যুর খবর দিতে হচ্ছে। মহান আত্মা চলে গেলেন ২০২২-এর ১৭ জানুয়ারি।" কথক ধারার নৃত্যের এক প্রাণপুরুষ জন্মেছিলেন নৃত্যশিল্পে অনুরাগী পরিবারে। কখক নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার কারিগর ঈশ্বরী প্রসাদজির পরিবারে ১৯৩৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জন্ম বিরজু মহারাজের। মাত্র ৯ বছর বয়সেই বাবাকে হারান। বাবার নাম জগন্নাথ মহারাজ তবে তিনি অচ্চন মহারাজ নামেই খ্যাত। পিতার মৃত্যুতেও নাচ শিখতে কোনও সমস্যা হয়নি বিরজুর। তালিম পেয়েছিলেন দুই কাকা পণ্ডিত লাচ্চু মহারাজ এবং পণ্ডিত শস্তু মহারাজের থেকে। বিরজু ''দুঃখহরণ''। তারপর নাম হয় থেকেই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা শুরু

কোভিডকালে দেশের ধনীরা আরও

ধনী হয়েছেন, আর সেই কারণেই

দেশে দারিদ্র আরও বেডেছে।

সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারের

উচিত তাদের পলিসি নতুন করে

বিবেচনা করা। এ কথা বলছে

২০২২ সালের গ্লোবাল অক্সফ্যাম

ড্যাভস রিপোর্ট। করোনার দ্বিতীয়

ঢেউয়ে যখন শ্মশান এবং কবরস্থানে

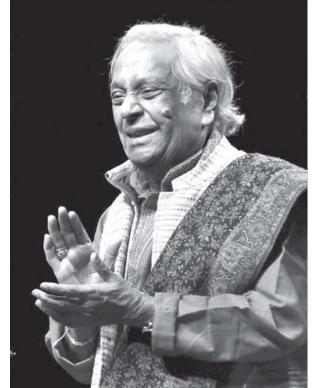
স্থান সঙ্কুলান করা যায়নি, সে সময়

দেশে বিলিয়নের সংখ্যা ১৪২ থেকে

হয়েছে ১৮২। এই ধনকুবেররা

তাঁদের সম্পত্তি বাড়িয়েছে ৭২০

বিলিয়ন ডলার অর্থের। দেশের



করোনাকালে দারিদ্র হয়েছে দ্বিগুণ

নয়াদিল্লি, ১৭ জান্য়ারি।। বিলিয়নিয়ার ইনডেক্স বলছে, থেকে এখন ভারতের

বিশ্বজড়েই ধনীদের সম্পত্তি

বেড়েছে, কারণ ক্রিপ্টো এবং

অন্যান্য সামগ্রীর স্টক প্রাইস বেড়ে

গেছে। পৃথিবীর ৫০০ জন

বিলিয়নিয়ার এই সুযোগে তাঁদের

সম্পত্তি বাডিয়ে নিয়েছেন ১

ট্রিলিয়ন ডলার। এদিকে

অক্সফ্যামের রিপোর্ট থেকে জানা

গেল, গত মে মাসে ভারতের

শহরের বেকারত্ব বেড়েছে ১৫

শতাংশ হারে, সেই সঙ্গে বেড়েছে

খাদ্যের সংকটও। অথচ এই সময়েই

বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেড়েছে

ভারতে। রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্রান্স,

মহারাজের নাম প্রথমে কিন্তু বিরজ্ব ব্রিজমোহন। এই ব্রিজমোহন ছিল না। প্রথমে তাঁর নাম রাখা হয় থেকেই বিরজু। খুব কম বয়স

বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেশি।

২০১৬ সালে ওয়েলথ ট্যাক্সের

অবলুপ্তি, কপোরেট লেভিতে বড়

ছাড় পরোক্ষ করের বৃদ্ধির ফলে

মতো রাজ্যগুলোর পলিসির ফলে

ধনীরা আরও ধনী হয়ে উঠেছেন।

অথচ দৈনিক সর্বনিম্ন মজুরি থেকে

গেছে ১৭৮ টাকাতেই। স্বাস্থ্য এবং

শিক্ষায় ক্রমাগত বেসরকারিকরণ

এবং বিদেশি ফান্ডিং কমে যাওয়ার

ফলে বৈষম্য আরও বেডেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র

ভারতের কর পদ্ধতি ধনীদের সুবিধা

করে দিচ্ছে তা-ই নয়, এর ফলে

প্রাণপুরুষ। মাত্র সাত বছর বয়সের মধ্যেই বাবার সঙ্গে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত নৃত্যশৈলী দেখিয়েছেন।ক্যারিয়ারের শুরুও কম বয়সেই। ভারত সরকারের হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিরজু। রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন, আরব আমিরশাহি, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, চেক প্রজাতন্ত্র, অস্ট্রিয়া, কোথায় না যাননি। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। এছাড়া কালিদাস সম্মান, নৃত্য চূড়ামণি, অন্ধ্ৰ রত্ন, সোভিয়েত ল্যাভ নেহর অ্যাওয়ার্ড, রাজীব গান্ধী শান্তি পুরস্কার এমন বহু পুরস্কার পেয়েছেন। সিনেমাতেও যখন খাঁটি কথক নৃত্যের দরকার পড়েছে, শরণাপন্ন হতে হয়েছে বিরজু মহারাজের। সত্যজিৎ রায়ের "শতরঞ্জ কি খিলাড়ি" ছবিতে দুটি সিকোয়েন্সে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কোরিওগ্রাফ। "দিল তো পাগল হ্যায়"এবং "দেবদাস" ছবিতে বিরজু মহারাজের কোরিওগ্রাফিতেই নেচেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত। পদাবিভূষণ জয়ী নৃত্যশিল্পীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ।

করেন কখাকের অন্যতম এই

"কোভিড টিকা নিতে কাউকে বাধ্য করা হয়নি"

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি।। ব্যক্তির

অনুমতি ছাড়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰক কোভিড

টিকা নিতে কাউকে বাধ্য করেনি। এ বিষয়ে কোনও নির্দেশও দেয়নি কেন্দ্ৰ। একটি হলফনামা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়ে দিল মন্ত্রক। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কোভিড টিকা নেওয়ার শংসাপত্র দেখতে চাওয়ায় ছাড় দেওয়ার প্রসঙ্গে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। দিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মামলাটি করে। সেই মামলায় শীর্ষ আদালত কেন্দ্রের কাছে এ নিয়ে হলফনামা চায়। আদালতকে কেন্দ্ৰ জানিয়েছে. টিকা বাধ্যতামলক করে কোনও নির্দেশিকা তারা জারি করেনি। আদালতে কেন্দ্র জानित्य (ছ, 'िंका नित्य (य নির্দেশিকা দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, তাতে কোথাও বাধ্যতামূলকভাবে টিকা নেওয়ার কথা বলা হয়ন।' ওই হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, 'অতিমারি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বৃহৎ জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে টিকাকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।' মন্ত্ৰক শীৰ্ষ আদালতকে আরও জানিয়েছে, 'মানুষকে টিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে লাগাতার বিজ্ঞাপন এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু কাউকেই জোর করে টিকা দেওয়া হয়নি।'

ইয়েমেনের জঙ্গিদের ড্রোন হামলায় হত দুই ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি।। কিশোর কিশোরীকে টিকা দেওয়া

ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ ১২ থেকে সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, "১২

সাংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে সপ্তাহ থেকে টিকা দেওয়া শুরু

উ পদেস্টা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান বছর পূরণ করেছে। টিকাকরণের

জানিয়েছেন, এই কর্মসূচিতে দিন থেকে সম্ভবত ১২ থেকে ১৪

শুরুতে যথেষ্ট সাড়া মিলেছে। বছর বয়সী বালকদের টিকা দেওয়া

প্রথমদিনেই ৪২ লক্ষেরও বেশি শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৪ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া শুরু

করবে কেন্দ্র। সোমবার একটি

এমনটাই জানিয়েছেন কোভিড

টিকাকরণ সংক্রান্ত জাতীয়

এনকে অরোরা। জানুয়ারি মাসের

মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছর

বয়সীদের প্রথম টিকা দেওয়া শেষ

করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র।

সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলার ব্যাপারে

আশাবাদী অরোরা। ফেব্রুয়ারির

প্রথম সপ্তাহ থেকে তাদের দ্বিতীয়

টিকা দেওয়া শুরু হবে। অরোরা

থেকে ১৪ বছর বয়সীদের

ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চে প্রথম

হবে।'' প্রসঙ্গত ১৬ জানুয়ারি

কেন্দ্রের টিকাকরণ কর্মসচি এক

প্রথম বর্ষপূর্তিকে স্মরণে রাখতে

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাগুব্য একটি

ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জানিয়েছেন এখনও

পর্যন্ত দেশের ৭০ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক

মানুষ টিকা নিয়েছেন। মার্চের ১

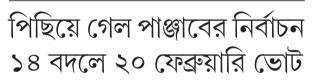
তারিখ থেকে দ্বিতীয় দফায়

টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হবে। ওই

আবুধাবি, ১৭ জানুয়ারি।। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিস্ফোরণের দায় নিল ইয়েমেনের শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি। ইরান সমর্থিত ওই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযানে ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীকে সাহায্য করছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তারই জেরে এই হামলা বলে জানিয়েছেন হুথি মুখপাত্র। আবুধাবি পুলিশ সূত্রের খবর, বিমানবন্দর লাগোয়া একটি তেল উৎপাদন সংস্থার কারখানায় ড্রোন হামলার জেরে তিনটি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত হন তিন জন। তাঁদের মধ্যে দুই ভারতীয় রয়েছেন বলে প্রকাশিত একটি খববে জানানো হয়েছে। নিহত অপর ব্যক্তি পাকিস্তানের নাগরিক। প্রাথমিক তদজ্ঞে ঘটনাস্থল থেকে একটি ছোট বিমানের অংশ উদ্ধার করেছে



পুলিশ। বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ইয়েমেনের রাজধানী সানার উত্তরে হুথি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অভিযান শুরু করেছে সে দেশের সরকারি বাহিনী। শাবওয়া এবং মারিব অঞ্চলে লড়াইয়ে ইয়েমেন সেনাকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি মদত দিচেছ বলে



চণ্ডীগড়, ১৭ জানুয়ারি।।পাঞ্জাবের বিধানসভা ভোট পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। ১৪ ফেব্রুয়ারির বদলে ২০ফেব্রুয়ারি সে রাজ্যে নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। ১৬ ফেব্রুয়ারি গুরু রবিদাস জয়ন্তী থাকায় একাধিক রাজনৈতিক দল কমিশনের কাছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। এই দাবি নিয়ে রবিবার একটি বৈঠকও বসে কমিশন। সেই বৈঠকের পরই কমিশন এই দিন পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে। এর আগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চান্নি কমিশনকে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। বিজেপি, বিএসপি-র প্রতিনিধিরাও কমিশনের কাছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। এই দাবি মেনে কমিশন পাঞ্জাবের নির্বাচন ২০ ফেব্রুয়ারি করে দিয়েছে। সেখানে এক দফাতেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে। গুরু রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ ভক্ত উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে ১০ থেকে ১৬ ফব্রুয়ারি যাবেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হলে তারা ভোট দিতে পারতেন না। সে দিক বিবেচনা করে কমিশন নির্বাচন পিছিয়ে দিল।

দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ জনগণের সুইজারল্যান্ড এবং সুইডেনের রাজকোষের আয়ের উৎসও সম্পত্তির চেয়েও তা বেশি। ব্লুমবার্গ মিলিত বিলিয়নিয়ারের সংখ্যার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কলকাতার চিত্র। একজন জওয়ান প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড মহড়া শেষে তেরঙ্গা গুটিয়ে নিচ্ছেন।

তৃণমূল-বান্ধব অখিলেশকে নিঃশর্ত সমর্থন সিপিএমের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি।। মহাকাশে লোকানো আছে সৃষ্টির রহস্য ! ফলে স্র্য-চাঁদ-তারা নিয়ে কৌত্হলের শেষ নেই মানুষের। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দিন-রাত এক করে নতুন নতুন গবেষণায় ব্যস্ত। যেমন, চিনের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বছর চারেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা কত্রিম চাঁদ তৈরির প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। সেই চাঁদ মহাকাশে স্থাপন করা হবে। যা অমাবস্যাতেও আলোকিত করবে পৃথিবীকে। এবারও সেই চিনের বিজ্ঞানীরাই

এরপর দুইয়ের পাতায়

কংগ্রেস একশের বিধানসভা জিতে ভিনরাজ্যে সংগঠন বাড়ানোর খেলায় মেতেছেন। বিজেপিকে হারানোর কথা মুখে বললেও এখনও পর্যন্ত বিজেপিকে হারাতে বিরোধীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কোনও রূপরেখা দেখাতে পারেননি তৃণমূল সপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখনও পাঁচ রাজ্যরে নির্বাচনি অবস্থান স্পষ্ট না করলেও বাংলায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি।। তুণমূল হাঁটবে। উত্তরপ্রদেশে সিপিএম দিলেন। সিপিএমের সাধারণ বিরোধীদল সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টিকেই সমর্থন জানানোর বার্তা দিল। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সিপিএমের পূর্ব সখ্যতা ছিল। বাংলাতেও তাদের জোট ছিল বরাবর। কিন্তু সম্প্রতি তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাববের সখ্যতায় প্রশ্ন উঠেছিল সিপিএমের সঙ্গে কি তাদের আগের তাদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দী সিপিএম মতো সমীকরণ বজায় থাকবে? স্পষ্ট করে দিল কোন পথে তারা সীতারাম ইয়েচুরি তা স্পষ্ট করে

সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে সরাসরি অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বলেন. সিপিএমের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির সখ্যতা দীর্ঘদিনের। তাই এই নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে তারা সমাজবাদী পার্টিকেই সমর্থন করবেন। এর ফলে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া দলের সংখ্যা বাড়ল।উত্তরপ্রদেশের প্রধান

এবার জোট হয়েছে আরএলডি, এনসিপি, সুহেলদেব ভারতীয় জনতা পার্টি, জনবাদী পার্টি (সমাজবাদী), আপনা দল (কৃষ্ণা প্যাটেল), পিএসপি-এল ও মহান দলের। এবার যুক্ত হল সিপিএমও। তবে এবার কংগ্রেস ও বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে জোটের রাস্তায় হাঁটেনি সমাজবাদী পার্টি। ছোট দলের সঙ্গে জোট করে এবার বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন অখিলেশ যাদব। তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে

তারা ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ভেঙে দ-একজন নেতাকে সঙ্গে নিয়েছেন। সেই কারণে মনে করা হয়েছিল তৃণমূল উত্তরপ্রদেশেও সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু তা আদতে হয়নি। তবে সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থনের কথাও জানাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এবং তাঁর দল ব্যস্ত গোয়া নির্বাচনে। গোয়ায় কংগ্রেস ভেঙে তাঁরা সংগঠন গড়ে বিজেপির সুবিধা করার চেষ্টা এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

সুগারের রোগীদের কি রাজমা আদৌ খাওয়া উচিত ?

জানুন কী জানালেন বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ

রুটি বা ভাতের সাথে পরিমাণমতো রাজমা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে বলে জানালেন একজন নিউট্টিশনিস্ট। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, ফাইবার আর প্রোটিনে ভরপুর রাজমা শরীরের জন্য খুব উপকারি। সঙ্গে এটিকে লো জিআই (lycaemic index) ফুড হিসেবেও মানা হয়ে থাকে। ফলে এটি শরীরের জন্য উপকারী পুষ্টি যোগানোর পাশাপাশি সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে। রাজমা খেতে যেমন সুস্বাদু

তেমন উপকারীও। এটি হার্টের

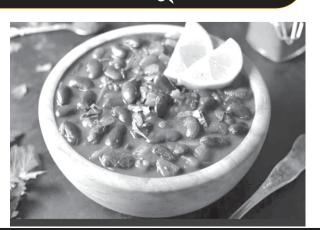
জন্য ভালো, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে, ওজন কমাতে সাহায্য করে, হাড় শক্ত রাখে এমনকী ক্যানসারের সম্ভাবনাও কমায়। রাজমায় থাকা ফাইবার ও প্রোটিনের জন্য এটি ওজন কমাতে খুব সাহায্য করে। রাজমার মিনারেল, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম হাড় শক্ত রাখে এবং অস্টিওপোরোসিস হওয়া

নিউট্রিশনিস্ট ভুবন রস্তোগি

জানান, 'রাজমায় প্রোটিন থাকে

মাঝারি মানের আর ফাইবার থাকে অনেক বেশি। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট হজম হতে সময় নেয়। সেই কারণেই রাজমাকে ফেলা হয় লো গ্লাইকেমিক খাবারের তালিকায়। তাই ডাইবেটিসের রোগীরাও এটা খেতে পারেন।' সঙ্গে রাজমা পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে। 'রাজমায় থাকা উচ্চমাত্রার ফাইবার প্রোবায়োটিকের কাজ

করে আর পেট ভালো রাখে।



প্রতিদিন আমাদের শরীরের ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ফাইবারের প্রয়োজন পড়ে (ভারতীয়দের জন্য আইসিএমআরের গাইডলাইনস)। আর ফাইবার পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।', জানান রস্তোগি। রাজমার উপকারিতা ১ কাপ রান্না করা রাজমায় আছে ১৫ গ্রাম প্রোটিন (একটা ডিমের

১ গ্রামের কম ফ্যাট ১১ গ্রাম ফাইবার ২৯ গ্রাম কার্বস তাই এবার থেকে রাজমা খেতে ইচ্ছে করলে নিজেকে আর সেই

স্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না!

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ

সার্বিকভাবে রাজ্যের খেলাধুলা

খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতামূলক

প্রায় নেই। জাতীয় আসরে খেলতে

যাওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। এসব

কারণে রাজ্যের অনেক খেলোয়াড়

মাঠ ছেড়ে দিয়েছে। ক্রীড়া দফতর

শতাধিক কোচিং সেন্টার চালু

করেছে। তবে সেই সব সেন্টার

মাছি তাড়াচ্ছে। খেলোয়াড়ের

পছন্দ করে। তবে রাজের

কিন্তু ক্রমশঃ লাভবান হয়ে

উঠছে। কিছু অপ্রচলিত এবং

অজানা গেমের রাজ্য সংস্থা

গড়ে তুলে দেদার বাণিজ্য

চালিয়ে যাচ্ছে। এসব গেমের

খেলাটার চর্চা কোথায় হয়

বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়

সেটাও কেউ জানে না। অথচ

খেলোয়াড়রা বাইরে থেকে

পদক নিয়ে আসছে। অসংখ্য

স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জপদক। দল

যাওয়ার সময় কোনও নির্বাচনি

শিবিরের কথা শোনা যায় না।

অথচ পদকের ফিরিস্থি দিয়ে

দেয় সবাইকে। এসব সংস্থার

অভিযোগ যে, অভিভাবকদের

পদ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ

নিয়ে এসব সংস্থা বাইরে দল

পাঠায়। এসব গেম অলিম্পিক

বা এশিয়ান গেমসের অন্তর্ভুক্ত

নয়। অর্থাৎ ক্যারিয়ার গড়ার

অভিভাবকদের ভুল পথে

কর্মকর্তারা। বলা যায়, প্রতি

মাসেই এই ধরনের নতুন সংস্থা

অনুমোদন না থাকলেও তারা

দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

আসবেই। তাই আমার মনে হয় না

বিরাট চলে যাওয়ায় কেউ কোনও

ইচেছ পৌষণ করেন? বুমর

জানালেন, দলকে নেতৃত্ব দিতে

কোনও সমস্যা নেই তাঁর।বলেছেন,

''দলকে যে ভাবে পারি সাহায্য

করতে চাই। যদি কোনওদিন নেতৃত্ব

দেওয়ার সুযোগ আসে তা হলে

অবশ্যই সেটা নিয়ে ভাবব। কিন্তু

নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কখনও ধাওয়া

করব না। আমি নিজের কাজটা

করতেই বেশি ভালোবাসি। তার

জন্য আমাকে অধিনায়ক করতেই

হবে এমন কোনও ব্যাপার নেই।

দলের জয়ে অবদান রাখার থেকে

টিকা না নিলে

ফরাসি ওপেনেও

খেলতে পারবেন

না জোকোভিচ

ক্যানবেরা, ১৭ জানুয়ারি।। নোভাক

জোকোভিচের থেকে মুখ ফিরিয়ে

বড় আমার কাছে কিছু নেই।"

সুযোগ কম। কিন্তু

চালিত করে সংস্থার

গড়ে উঠছে। পর্যদের

এটাই আসল ব্যবসা।

কথা মানুষ শোনেনি। জানেই না

কিভাবে খেলতে হয়। এই রাজে

দেখা নেই। দফতর বা পর্ষদ স্রেফ

দর্শক। এই ভূমিকায় থাকতে তারা

খেলাধুলার হাল যতই শোচনীয়

হোক না কেন অন্য একটা গোষ্ঠী

আসরে অংশগ্রহণ করার সুযোগ

গত কয়েক বছরে প্রায় স্তব্ধ।



তম-র জোড়া গোলে জয়ী ফরো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ প্রীতম হোসেন-র জোড়া গোলের সৌজন্যে সিনিয়র লিগ ফুটবলে দ্বিতীয় জয় তুলে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা ২-০ গোলে পরাস্ত করলো বীরেন্দ্র ক্লাবকে। প্রথম ম্যাচে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর এদিন কিন্তু বেশ কস্ত করে জিততে হলো ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। শক্তিতে অনেক পিছিয়ে থাকা বীরেন্দ্র ক্লাব সাধ্যমতো লড়াই করলো। তবে পরাজয় এড়াতে পারলো না। লিগের শুরুতেই পর পর দুইটি টাফ ম্যাচ খেলতে হলো তাদের। প্রথম ম্যাচে এগিযেয় চল সংঘ-র উজ্জ্বল হয়ে উঠে স্পোর্টস স্কুলের মেজাজে দেখা যায় ফরোয়ার্ড পর এদিন ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধেও প্রাক্তনি প্রীতম হোসেন। খেলা হারলো। স্বভাবতই কিছুটা তৈরির পাশাপাশি গোল করার বেকায়দায় পড়ে গেলো তারা। ক্ষেত্রেও দক্ষ। তবে বরাবরই ফরোয়ার্ড ক্লাবকে এগিয়ে দেয় এদিন ফেভারিট হিসাবেই কিছুটালো-প্রোফাইলে থাকে প্রীতম।শুরুতেইগোল হজম করে নেমেছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। দুই প্রীতম। কিন্তু তার উপর আস্থা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়ে বীরেন্দ্র বিদেশি ভিদাল এবং চিজোবা-কে রাখলে কাউকে যে ঠকতে হবে না ক্লাব। লড়াই জারি রাখে। তবে

হাড্ডাহাড়িড

লড়াইয়ের পর শেষ

হাসি শ্রীলঙ্কার

কলস্বো, ১৭ জানুয়ারি ।। তিন

ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম

ম্যাচে হাড্ডাহাড়্ডি লডাইয়ের পর

শেষ হাসি হেসেছে শ্রীলঙ্কা। শেন

উইলিয়ামসের শতকে নির্ধারিত ৫০

ওভারে ২৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল

জিম্বাবুয়ে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ৮ বল

হাতে রেখেই পায় ৫ উইকেটের জয়

পায়। রবিবার (১৬ জানুয়ারী) টস

জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত

নেয় জিম্বাবুয়ে। ব্যাট করতে নেমে

উদ্বোধনী জুটিতেই ঝড় তুলতে শুরু

করে তারা। টি কাইটানো এবং

রেগিস চাকাভা মিলে গড়ে তোলেন

৮০ রানের দারুণ এক জুটি। ৫০

বলে ৪২ রান করে কাইতানো আউট

হলে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি।

অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিন ৯ রান

করে ফিরে যান সাজঘরে।

অসাধারণ এক সেঞ্চু রি করেন

জিস্বাবুয়ের ব্যাটার শন উইলিয়ামস। দুর্দান্ত ব্যাটিং

করলেন রেগিস চাকাভাও। তাদের ব্যাটে ভর করে বোর্ডে ২৯৬ রানের বিশাল একটি স্কোর

গড়ে জিম্বাবুয়ে।জবাবে শ্রীলঙ্কাও

শুরু থেকে ছিল মারমুখি। ৪০

রানের জুটি গড়েন পাথুম নিশাঙ্কা

আর কুশল মেভিস। মেভিস আউট হন ২৬ রান করে। কামিন্দু

মেন্ডিস আউট হন ১৭ রান করে।

এরপর পাথুম নিশঙ্কা আর দিনেশ

চান্ডিমাল গড়েন জুটি। ৬৮ রানের

জুটি গড়েন তারা। এরপর আউট

হন নিশাস্কা। ৭১ বলে তিনি

আউট হন ৭৫ রান করে। ১০টি

বাউভারি আসে তার ব্যাট

থেকে। এর পর দিনেশ চান্ডিমাল

আর চারিথ আশালঙ্কা মিলে জুটি

গড়ে শ্রীলঙ্কাকে জয়ের লক্ষ্যে

পৌঁছে দেন। এ দুইজন মিলে

গড়েন ১২৯ রানের জুটি।



ফরোয়ার্ড ক্লাব। এদের সঙ্গে এদিন স্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক

কুাবকে। শুরুতেই একটি পরিকল্পিত আক্রমণ থেকে আক্রমণে রেখে দল সাজায় সেটি এদিন বুঝিয়ে দিলো প্রীতম। মাঝমাঠে সেরকম সৃষ্টিশীল

ফরোয়ার্ড রক্ষণে ত্রাস তৈরি করতে পারেনি। যদিও এরই মাঝে সমতা পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

ফুটবলার না থাকায় সেভাবে

পরের আইপিএল-এ খেলতে দেখা যাবে না বেন স্টোকসকে

লন্ডন, ১৭ জানুয়ারি।। চলতি বছরের আইপিএল থেকে নাম তুলে নিলেন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার চাপ কমাতে এবং মানসিকভাবে তরতাজা থাকতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে। সম্প্রতি শেষ হওয়া অ্যাশেজে খুব একটা ভাল ছন্দে ছিলেন না স্টোকস। মাত্র ২৩২ রান করেছেন।বল হাতে নিয়েছেন মাত্র চারটি উইকেট। সম্প্রতি প্রাক্তন অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার-সহ বেশ কিছু প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটার অভিযোগ করেছিলেন, দেশের তুলনায় আইপিএল-কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁদের দলের ক্রিকেটাররা। যদিও সেই কারণেই স্টোকস নাম প্রত্যাহার করেছেন মাস থেকে কঠিন সূচি রয়েছে খেলতে ততটা আগ্রহী নন। নায়ক না থাকলেও কোহালই

সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করেন। একদিনের

উপস্থিত হয়ে সোমবার বললেন

যশপ্রীত বুমরা। বুমরা বলেছেন,

''দেখুন, বিরাট কেন টেস্ট

অধিনায়কত্ব ছেড়েছে সেটা বলার

জন্য তো এখানে আসিনি। এটা ওর

বিরাটের অধীনে খেলতে পেরে

নাম প্রত্যাহার ইংরেজ অলরাউভারের

কি না তা অবশ্য জানা যায়নি।তবে তাদের। গতবার ভারতে হওয়া সময়টা খুব ভালো যায়নি স্টোকসের। ১৩ মাস আগে বাবা জেডকে হারান তিনি। গত আইপিএল-এ আঙুল ভাঙেন। ফলে দীর্ঘ দিন ধরে ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন। আগামী আইপিএল-এ না খেলার কারণে আর্থিকভাবে লাভবান না হলেও মানসিকভাবে তরতাজা থাকতে স্টোকস। আগামী মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে ইংল্যান্ড। জুন

কেপটাউন, ১৭ জানুয়ারি।। বিরাট আলাদা শক্তি নিয়ে আসে ও। দলে প্রায় কারওর নেই। ভারতীয়

কোহলি টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব বরাবরই আমাদের দলের নেতা ক্রিকেটে একটা বদল নিয়ে এসেছে

যাবে।''কখন কোহাল আধনায়কত্ব

সিরিজের আগে সাংবাদিক বৈঠকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানান সেই প্রসঙ্গে ওর জ্ঞান বরাবর দলের কাজে

হারের পর টিম মিটিংয়েই কোহলি

অধিনায়কের পদ থেকে সরে

দাঁড়াচ্ছে। ওর নেতৃত্বকে আমরা

ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমরা শ্রদ্ধা সম্মান করি। দলের নেতা হিসাবে না। তবে আমার কাছে এই ঘটনা

বুমরা আরও বলেন, "অধিনায়ক না

আমি গর্বিত। টেস্টে অভিষেক হলেও বিরাট আমাদের দলের নেতা তৈরি। আমরা জানি যে প্রক্রিয়া

হয়েছিল ওর অধীনেই।দলের মধ্যে থাকবে। ওর মতো শক্তি ভারতীয় মেনে এগোচ্ছি তাতে পরিবর্তন

ছাড়ায় তাঁরা অবাক হয়েছিলেন। থাকবে এবং আশা করি ভবিষ্যতেও ও। প্রত্যেকে এখন অনেক বেশি সমস্যায় পড় বে।''তিনি নিজে

কিন্তু দলের প্রত্যেকে কোহলির এই এ ভাবেই অবদান রেখে ফিট। আমাদের দলে ও-ই অন্যতম কখনও দলের অধিনায়ক হওয়ার

বুমরা বলেছেন, ''কেপটাউনে লাগবে।'তবে বুমরা এটাও স্পষ্ট

আমাদের জানিয়ে দেয় যে, ও টেস্ট সম্ভবত দলের পারফরম্যান্সে

লন্ডনের এক সংবাদপত্র আইপিএল-এর প্রথম পর্বে জানিয়েছে, গত দু'বছর ধরে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলেছেন স্টোকস। তবে আঙুলে চোট পাওয়ায় ছিটকে যান। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হওয়া দ্বিতীয় পর্বে তিনি খেলেননি। নাম প্রত্যাহার করায় আপাতত ইংল্যান্ডের মাত্র দু'জন ক্রিকেটারকে আইপিএল খেলতে দেখা যাবে। তাঁরা হলেন চেন্নাই সুপার কিংসের মঈন আলি এবং রাজস্থানেরই জস বাটলার। পারবেন বলেই খেলছেন না সম্প্রতিএকসাক্ষাৎকারেইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়ক জো রুট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আইপিএল

গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। খেলার প্রতি

জানিয়েছেন, নেতৃত্বের এই বদল

কোনও প্রভাব ফেলবে না। বুমরার

কথায়, ''সবার কথা বলতে পারব

কোনও প্রভাব ফেলবে না। আমরা

প্রত্যেকে একে অপরকে কোনও না

কোনও উপায়ে সাহায্য করার জন্য

বজায় রাখতে রেফারি ফরোয়ার্ড ক্লাবের সাগাইরাজ, ভিদাল এবং বীরেন্দ্র ক্লাবের সুশোভন ঘোষ, প্রণব সরকার-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল। তবে কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধের ৬ মিনিটে তুলে নেয় আরও একটি গোল। এই গোলটিও করে প্রীতম। এরপর বীরেন্দ্র ক্লাব একটু মরিয়া হয়। সুযোগ তৈরি করে। যদিও গোল হয়নি। রেফারি আদিত্য দেববর্মাও এদিন বীরেন্দ্র ক্লাবকে কিছুটা ভুগিয়েছে। বীরেন্দ্র ক্লাবের অনুকৃলে একটি ন্যায্য পেনাল্টি দেয়নি আদিত্য। এমনই অভিযোগ বীরেন্দ্র ক্লাবের। ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ এদিনের জয়ের ফলে লিগে শীর্যস্থানে উঠে এসেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। আগামীকাল এগিয়ে চল সংঘ বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন

ন্তপর্ণ (!) লিগ চলছে বসেছে নতুন

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ সত্যিই এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। আগরতলায় সিনিয়র লিগ চলছে বিতর্ক ছাডাই। সিনিয়র লিগ মানেই প্রতিটি ম্যাচে মাঠের ভেতর বা বাইরে কিছু না কিছু ঘটবে। ফুটবল সিনিয়র লিগের ম্যাচে। বলা যায়, একেকটি ম্যাচ হলো বিনোদনের কমপ্লিট প্যাকেজ। এই বছর কিন্তু অন্যরক্ম মেজাজে ম্যাচ হচ্ছে। মাঠের ৯০ মিনিটের বাইরে আর কোনও বিনোদন নেই দর্শকদের জন্য। এককথায় মহা শান্তিপূর্ণভাবে লিগ চলছে। কিছুটা আবক হতেই

কোথায় হারিয়ে গেলো। প্রতিটি ক্লাবের মধ্যেই নিবিড় বন্ধুত্ব। একে-অপরের সুখ-দুঃখে সবাই শামিল। কোনও ক্লাব বিতর্কিত ঘটনা ঘটালেও অন্য ক্লাবগুলি সেটা সহজেই মেনে নিচ্ছে। বেশি দূর গড়াতে দিচ্ছে না বিষয়টাকে। সিনিয়র লিগ চলছে, আর ক্লাবগুলি একে-অপরের দিকে বন্ধুত্বের হাত হয়নি। অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই বাডিয়ে দিয়েছে এমন ভাবাই মুশকিল। বর্তমানে সেটাই সম্ভব হয়েছে। একটা সময় খেতাব জয়ের জন্য বড় ক্লাবগুলি পরস্পরের প্রতি সুটবলের প্রকৃত রোমাঞ্চের স্বাদ বৈরী মনোভাব পোষণ করতো।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হয়।ফুটবলের সেই চিন্তন মেজাজটা আশানুরনপ ফলাফল না হলে প্রত্যেকের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁডাতো রেফারি এবং টিএফএ। রেফারিদের বিরুদ্ধ এবার মৃদু অভিযোগ উঠলেও টিএফএ-র বিরুদ্ধে কোনও ক্লাবের অভিযোগ নেই। কি করে এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটলো ? সম্ভবত করোনা পরিস্থিতি সবাইকে আমূল বদলে দিয়েছে। এক বছর ফুটবল ক্ষতিটা আর বাড়তে দিতে চায় না কেউ। তাই হয়তো এত শান্তিপূৰ্ণভাবে (!) লিগ চলছে। তবে এতে করে থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ বর্তমান পরিস্থিতি এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে টিসিএ সিনিয়র পর্যায়ে ক্লাব ক্রিকেট করবে না। সদরে যেহেতু হবে না তাই মহকুমা স্তরেও ক্লাব ক্রিকেট হবে না। এই অবস্থায় রাজ্যভিত্তিক প্লেট এবং এলিট ক্রিকেটের দাবি উঠলো। বিভিন্ন মহকমায় কয়েকজন প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেটার জানিয়েছে যে, অন্তত পক্ষে রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট হলেও ক্রিকেটাররা মাঠে নামার সুযোগ পাবে। তাদের হতাশাও কিছুটা কাটবে। শুধু দিনের পর দিন অনুশীলন করে তো একজন ক্রিকেটার সম্ভুষ্ট থাকতে পারে না। ঘটনা হলো, করোনা পরিস্থিতির দুই

বছর ধরে ক্রিকেট প্রায় বন্ধ। কিন্তু তারও আগে থেকে রাজ্য ক্রিকেট বন্ধ হয়ে আছে। টিসিএ-র কাছে সদরভিত্তিক ক্রিকেট প্রাধান্য পায়। যদিও তারা গোটা রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক। কিন্তু তারা রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট নিয়ে সেভাবে উৎসাহী নয়। সাধারণত এখনও রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট আগে মার্চ মাসে রাজ্য ক্রিকেট শুরু হতো। মাঝে মাঝে প্রতিকৃল পরিস্থিতির জন্য আসর সাময়িকভাবে স্থগিত হয়েছে। তবে প্ৰতিযোগিতা শেষ পৰ্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। এই রাজ্য ক্রিকেট থেকে অনেক প্ৰতিভা উঠে এসেছে। মহকুমার প্রতিভাবান শুধু উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলে হবে ক্রিকেটাররা সদরের ক্লাব না। মাঠে নেমে কাজ করে ক্রিকেটেও অংশগ্রণ করে।

রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেটই মহকুমার ক্রিকেটারদের প্রতিভা চেনানোর প্ল্যাটফর্ম। দর্ভাগ্যজনকভাবে দুইটি আসরই বারবার বিঘ্নিত হচেছ। সদরের ক্লাব ক্রিকেট করবে না টিসিএ। এই অবস্থায় করার সুযোগ রয়েছে। দক্ষিণ জেলার এক প্রাক্তন ক্রিকেটার আবেদন জানিয়েছেন, যাতে টিসিএ ক্রিকেটের স্বার্থে বিষয়টার দিকে নজর ক্রিকেটপ্রেমীদের দাবি, রাজ্য ক্রিকেট অনুষ্ঠিত করুক টিসিএ। দেখাতে হবে।

মূলতঃ সদরের ক্লাব ক্রিকটে এবং



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ চন্দনমুড়া কৃষ্ণ কুমার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো

এক দিবসীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বীরাম্মা কালী প্লে সেন্টার। ফাইনালে তারা ২৫-২৩, ২৬-২৪, ২৫-২৩ সেটে গ্রামীণ যুব পেয়েছে।

সংঘ-কে হারিয়েছে। পুরস্কার হিসাবে বিজয়ী দল ১০০ টাকা এবং রানার্সআপ দল ৫০০ টাকা

বেঁচে যেতে পারে স্কুল ক্রীড়ার কোটি টাকা

ত্রিপুরা গেমস করার উদ্যোগ নিতে পারে ক্রীড়া দফতর ঃ দাবি

হওয়ার কথা ছিল জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতার আসর। তবে একদিকে দেশ জুড়ে করোনার দাপাদাপি তো অন্যদিকে স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কাজকর্মে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের বিধিনিষেধ। এই অবস্থায় জানুয়ারি মাসে রাজ্যে জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতা যে আর হচ্ছে না তা অবশ্য আগেই খবর ছিল। তবে শুধু জাতীয় স্কুল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, যোগাসন নয়। জানা গেছে, টিকাকরণ এখনও সবার হয়নি তাই আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে সম্ভবত স্কুল আপাতত জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার জানুয়ারি মাসেই রাজ্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়ার কোন জাতীয় আসরই হচ্ছে আসরগুলি বন্ধ। তবে ভেতরের না। খবরে প্রকাশ, স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইভিয়ার গোষ্ঠীবাজির পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া এসজেএফআই-র যে কোন জাতীয় আসরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যদিও স্কুল গেমস ফেডারেশন থেকে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু প্রথমতঃ দেশে অনুধর্ব ১৫ টিকাকরণ শুরু হয়নি এবং ১৫-১৮

থেকে আপাতত

TRIPURA CRICKET ASSOCIATION AGARTALA, TRIPURA WEST

Press Notice Inviting Quotation No. 13/TCA/AGT/2021-22 Dated: the Agartala, 10/01/2022

Separate Sealed Quotations are hereby invited on behalf of Joint Secretary, Tripura Cricket Association (TCA) Agartala with application, from the intending bonafied quotationer for (1) Supplying of Purified Drinking Water during the year January 2022-2023 and (2) Supplying Food for domestic Tournaments during the year January 2022-2023 & (3) Supplying Vehicles for National tournaments for the Period of January 2022 To 31st March 2023. Details Notice Inviting Quotation and other details may be seen in the office of the Tripura Cricket Association and tender notice may be available / seen in the TCA website www.tcalive.com. The sealed quotation will be dropped in the tender box at the office of Tripura Cricket Association (TCA), Post Office Chowmuhani, Agartala on or before 29.01.2022 up to 03:00 PM and Quotation will be opened on the same date at 4.00 PM, if possible, Quotation Format will be available in TCA Office (11 am to 05 pm) by payment of Rs. 1500.00 (One Thousand <u>Five Hundred) only in cash (non-refundable) w.e.f.</u> 11.01.2022 to 28.01.2022 and also available in TCA website (www.tcalive.com) cost of form of Rs. 1500.00 (One Thousand Five Hundred) only in the shape of Deposit at call / Demand Draft in favour of The President, Tripura Cricket Association from any Scheduled Bank under RBI should be submitted with the quotation.

The Quotationers or their authorized representatives may re-

Joint Secretary Tripura Cricket Association Agartala, Tripura West

খবর হলো, স্কুল গেমস ফেডারেশনের কোন্দলে খেলাধুলা বন্ধ। জানা গেছে, রাজ্যে জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর নাকি প্রায় অর্ধ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখেছিল। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় স্কুল ক্রীড়া আসরে দল পাঠানোর জন্যও নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু এখন রাজ্য জাতীয় স্কুল যোগাসন যেমন হচ্ছে না তেমনি জাতীয় স্কুল গেমসের কোন আসর আপাতত নেই। ফলে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের স্কুল ক্রীড়া খাতে রাখা লক্ষ লক্ষ টাকা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে।আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে ওই টাকা খরচ করতে না পারলে আবার সরকারি তহবিলে ফেরত চলে যাবে। এই অবস্থায় ক্রীড়া মহলের দাবি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দতর কিন্তু ইচ্ছা করলে আগামী মার্চে রাজ্যে ত্রিপুরা গেমস করতে পারে। ত্রিপুরা গেমস করলে রাজ্যের খেলোয়াড়দের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগাতে পারে। এক্ষেত্রে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে সাথে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে, রাজ্যে সরকার বদলের পর অদ্ভূতভাবে রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে এক প্রকার আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ থেকে সরকারি অনুদান দেওয়ার হাত তুলে নেওয়া হয়। যদিও দেখা গেছে, ক্রীড়া পর্ষদ থেকে যখন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

দুই বছর ধরে বন্ধ বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণ

করি।ওর শরীর এবং মনের ব্যাপারে যা অর্জন করেছে তার জন্য ওকে

ও-ই সব থেকে ভাল জানে। তবে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি।"

াঞ্চত হচ্ছে ক্রিকেটার, ক্লাব সএ-র কোচ, কর্মীরাও

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ঃ দুই বছর ধরে টিসিএ-র কোন বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হচ্ছে না। প্রশাসক বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ। কয়েক লক্ষ টাকা বাজেটের এই বার্ষিক পুরস্কার আর্থিক অনুদান পেতেন। এছাড়া সংবর্ধনা। টিসিএ-র মাঠ কর্মী, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয় তারা সম্মানও অফিস কর্মীদের আর্থিক অনুদান সহ পাচেছ না বা টিসিএ-তে কোন

থেকে শুরু করে সিনিয়র পর্যন্ত সেরা ক্রিকেটারদের দেওয়া হতো আর্থিক পুরস্কার। জাতীয় ক্রিকেটে রাজ্যের ও প্রশাসকদের আমলে যে সমস্ত হয়ে যারা ব্যাটে-বলে সফল খেলা হয়েছিল (২০১৮-১৯) তা তাদেরও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে এক হতো এই অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। থাকতো বর্ষ সেরা কোচ, এই দুই বছরে টিসিএ-র বর্তমান আম্পায়ারদের পুরস্কার। কিন্তু কমিটির ক্ষমতা হয়নি বার্ষিক টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ২৮-২৯ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করার। মাসে যেহেতু কোন ক্লাব ক্রিকেট যদিও টিসিএ-র কাজকর্মে সাফল্যের হয়নি তাই বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া অন্যতম একটা বিষয় ছিল এই হচ্ছে না। তবে ২০১৯ সিজনের পুরস্কার নাকি এখনও পায়নি ক্লাবগুলি। ব্যর্থতার হিসাব কষলে বিতরণে অনুষ্ঠানে ক্রিকেটার থেকে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি একশোতে শুরু করে টিসিএ-র কর্মীরা পর্যন্ত শূন্য পাবে বলে ক্রিকেট মহলের দাবি। দুই বছর ধরে টিসিএ-র বার্ষিক রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় ক্রিকেট সংগঠকদের দেওয়া হতো ক্রিকেটাররা শুধু যে আর্থিকভাবে

টিসিএ-র মাঠ কর্মী, অফিস কর্মীরাও ক্রিকেটার এবং টিসিএ-র মাঠ কর্মী বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতেন। কেননা সেখানে তাদের আর্থিক পুরস্কার জুটতো। কোচরা অপেক্ষায় বিতরণী সেখানে দুই বছর ধরে তা থাকেতন কবে তাদের টিসিএ বন্ধ। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, থেকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। জুনিয়র ক্রিকেটাররা অপেক্ষায় থাকতো টিসিএ-র বার্ষিক ক্রিকেট বৃত্তির জন্য। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দুই বছর ধরে বার্ষিক বর্তমান সভাপতি তথা প্রাক্তন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করতে ভারত অধিনায়কও টিসিএ-র পারেনি। ক্রিকেট মহলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণে অভিযোগ, একটা ক্রিকেট বিরোধী কমিটি এখন টিসিএ-তে। কেননা ২৭-২৮ মাসে এই কমিটি মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই অনুষ্ঠান ছিল ক্রিকেটের উন্নতি তো দূরের কথা, ২০১৮-১৯ সিজনের। কিন্তু তারপর আগের ক্রিকেট আসরগুলির নিজেদের আমলে(২০২০,২০২১) যেমন আয়োজন করতে ব্যর্থ তেমনি দুই বছর ধরে বন্ধ বার্ষিক পুরস্কার।এতে কিন্তু ক্রিকেটার শুধু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দেওয়া হতো সম্মান।অনুধর্ব ১৩ স্বীকৃতিও পাচেছ না।এতদিন নয়, কোচ, আম্পায়ার, প্রাক্তন ও অফিস কর্মীরা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। যেখানে টিসিএ-র নিয়মিত অনুষ্ঠান ছিল এই বার্ষিক পুরস্কার বোঝা মুশকিল এই কমিটি ক্ষমতার বসে আছে কেন।জানা গেছে, বাম আমলেও নিয়মিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হতো। বিসিসিআই-র এসেছেন। ২০২০ সালে এসেছিলেন রাজ্যের বর্তমান কোন খেলা যেমন হয়নি তেমনি দুই বছর ধরে বন্ধ টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণও।

নিল ফরাসি ওপেনও। সে দেশে পাশ হয়েছে একটি নতুন আইন, যেখানে বলা হয়েছে, টিকার শংসাপত্র ছাড়া কাউকেই ফরাসি ওপেনে খেলতে দেওয়া হবে না। এখনও করোনার টিকা নেননি জোকোভিচ। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার আদালতে লড়াইয়ে হেরে গিয়েছেন তিনি। ফিরতে হয়েছে দেশে। রবিবার ফ্রান্সের সংসদে টিকা সংক্রান্ত একটি আইন আনা হয়েছে, যেখানে রেস্তোরাঁ, কাফে, সিনেমা এবং লম্বা দূরত্বের ট্রেনে ওঠার জন্য যে কোনও মানুষের টিকার শংসাপত্র দরকার। ফরাসি মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে যে, আইন চালু হওয়া থেকেই সকলের প্রতি তা প্রযোজ্য হবে। দর্শক বা ক্রীড়াবিদ, কারও ক্ষেত্রেই আলাদা আচরণ করা হবে না। ফরাসি ওপেন মে-তে হওয়ার কথা রয়েছে। পরিস্থিতি তখন পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই আইন চালু থাকলে কেউই তার থেকে ছাড় পাবেন না। ২১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামার কথা ছিল সার্বিয়ার টেনিস-তারকা জোকোভিচের।কিন্তু

main present during opening the Quotations.
Sd/ illegible

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টোধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

তিনি টিকা নেননি।

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বাবা'র দা-এর কোপে মৃত ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধনপুর, **১৭ জানুয়ারি।।** বাবার অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হলো ছেলের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা সোনামুড়া মহকুমার ধনপুরে। মৃত ছেলের নাম জুটন বড়ুয়া। অভিযুক্ত বাবার নাম বাবুল বড়ুয়া। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে। বাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় ফিরে বাবা ছেলে দু'জনেই। রাতে বাবা-ছেলে দু'জনের মধ্যেই ঝগড়া শুরু হয়। উত্তেজিত হয়ে

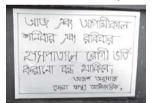


কোপাতে শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জুটন। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজনও ছুটে আসে। তারা জুটনকে উদ্ধার করে প্রথমে ধনপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেলাঘর হাসপাতালে। মেলাঘর থেকে জিবিপিতে পাঠানো হয়। সোমবার দুপুরে চিকিৎসাধীন

এরপর দুইয়ের পাতায়

হাসপাতালে

রোগী ভর্তি বন্ধ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. ফটিকরায়, ১৭ জানুয়ারি।। কুমারঘাট জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোমবার পর্যন্ত নতুন করে কোনো রোগীকে ভর্তি করানো হয়নি। কারণ, ওই হাসপাতালের একাংশ স্বাস্থ্যকর্মীর



শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পডেছে। তাই ওই হাসপাতালে ৪৮ ঘন্টার জন্য নতুন রোগী ভর্তি নেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার থেকে পুনরায় রোগী ভর্তি হতে পারবে বলে হাসপাতাল কর্ত্ পক্ষ জানিয়েছেন। তবে হঠাৎ হাসপাতালে রোগী ভর্তি না করার সাইনবোর্ড দেখে স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা কৌতৃহল সৃষ্টি হয়। পরে জানা যায় হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী করোনা সংক্রমিত হয়েছেন বলেই এই সিদ্ধান্ত। এই সময়ে হাসপাতাল স্যানিটাইজড করা হয়েছে। কুমারঘাট মহকুমাতেও করোনার সংক্রমণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সোমবারও সেখানে ১৭ জন করোনা আক্রান্ত হন। এর আগের দিন আক্রান্ত হয়েছিলেন ২৩ জন, ১৫ জানুয়ারি ২৮, ১৪ জানুয়ারি ৮ জন।

এনআইটিতে মেধাবী দেহের ময়নাতদস্ত হবে। আপাতত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। তার দেহটি পড়ে আছে জিবিপি ফিজিক্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিলো না। হাসপাতালের মর্গে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুর মা-বাবা'র চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বাড়ি থেকে অনেক দুরে পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে ত্রিপুরায় এনআইটিতে পড়তে কিনা তা জানতেও চেষ্টা করেছে আসা। কিন্তু কোনওভাবেই পড়ায় পুলিশ। জানা গেছে, প্রিয়াংশু ফিজিক্স নিয়েই মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি মন বসাতে পারছিলো না। নম্বরও কম আসছিলো। শেষ পর্যন্ত হতে চাইছিলেন না। উত্তরপ্রদেশের হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মঘাতী এক ভেরেলি জেলায় নিজের মেধাবী ছাত্র। জিরানিয়ায় এলাকাতেই পড়াশোনা করতে এনআইটিতে হোস্টেলের নিজের চাইছিলো। কিন্তু মা-বাবার চাপে কক্ষেই ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয় পড়ে আগরতলায় এনআইটিতে প্রিয়াংশু গাংওয়ার (২১)। তার বাড়ি ভৰ্তি হতে হয়। পলিশ তদন্তে উত্তরপ্রদেশের ইজ্জ্তনগর জানতে পেরেছে এনআইটিতে ভর্তি এলাকায়। এনআইটিতে ফিজিক্স হলেও কারো সঙ্গে ঠিকভাবে কথা নিয়ে মাস্টার্স কোর্সের প্রথম বলতো না। প্রথম সেমিস্টারে তার বৎসরের ছাত্র ছিলো প্রিয়াংশু। পরীক্ষার নম্বরও খারাপ আসে। মঙ্গলবার প্রিয়াংশুর মা এবং বাবা এরপর থেকে বাড়ি থেকে পাল্টা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসার পরই তার

ধরে কারো সঙ্গেই কথা বলছিলো না প্রিয়াংশু। রাত আটটা নাগাদ তার হোস্টেলের কক্ষ থেকে বেরিয়ে না আসতে দেখে সহপাঠীরা ডাকাডাকি শুরু করে। জবাব না পেয়ে তারা দরজা খুলে প্রিয়াংশুকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় জিরানিয়া থানায়ও। থানার ওসি বাবল দাস জানান, এখনও মতদেহ ময়নাতদন্ত হয়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তে এটা আত্মহত্যাই মনে হয়েছে। মৃতদেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিলো না। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এনআইটি'র মধ্যে। এদিকে, প্রিয়াংশুর মৃত্যু নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠছে। ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রণবতা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা এই চাপ সহ্য করতে পারছেন না। এরই উদাহরণ প্রিয়াংশু।

ইটভাটায় ভিন রাজ্যের শ্রমিকের দেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৭ জানুয়ারি।। এক ইটভাটা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সোমবার মোহনপুরের গোপাল নগরের এমবিসি ইটভাটায় শ্রমিকের মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম বধুয়া ওরাং। তার বাড়ি রাঁচি। এমবিসি ইটভাটায় একাই থাকতেন বধুয়া। সোমবার সকালে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে শ্রমিকরা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ইটভাটায় শেড ঘরের পেছনে নর্দমা থেকে দেহটি উদ্ধার করেছে। কি কারণে মৃত্যু হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।শ্রমিকদের একটি অংশের দাবি. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে মৃত্যু হয়েছে মাঝবয়সী বধুয়ার। পুলিশ মৃতদেহটি নিয়ে মোহনপুর হাসপাতাল মর্গে রেখেছে। খবর দেওয়া হয়েছে মৃত শ্রমিকের পরিবারে। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের পর বোঝা যাবে কিভাবে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। একদিন আগেই

মোহনপুরে মানসিক অসুস্থ এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিলো। মোহনপুরে একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বাড়ছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৭ জানুয়ারি।।হাওড়া নদীতে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ নদীর জলে ভাসমান অবস্থায় ওই ব্যক্তির মৃতদেহটি পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ খয়েরপুরে হাওড়া নদী থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহে পচন ধরে গেছে। খয়েরপুর পুলিশ ফাঁড়ির সন্দেহ, দুইদিন আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের বাইরে থেকে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। তবে মৃত ব্যক্তির বাড়ি খয়েরপুর এলাকায় নাও হতে পারে বলে পুলিশ মনে করছে। মৃতদেহটি সম্ভবত অন্য জায়গা থেকে নদীর জলে ভেসে এসেছে। মৃতের বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। পুলিশ হাওড়া নদী তীরের



থানাগুলোতে কোনও ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছে কিনা তা খোঁজ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।এটা খুন নাকি জলে ডুবে সাধারণ মৃত্যু তা জানতে পুলিশের তদন্ত চলছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবে খুন না অন্য কারণে মৃত্যু।

নাগরিককে কারাদণ্ড দিলো পশ্চিম জেলার দায়রা আদালত। সোমবার এই সাজা ঘোষণা করেন দায়রা বিচারক অংশুমান দেববর্মা। আসামিরা হলো মিঠু কুমার (২৫) এবং অমর কুমার সিং (২৭)। তাদের বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলায়। গত বছরই এই দুইজনকে গাঁজা সহ গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ। গত বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাধারঘাট স্টেশনে ৩৩ কিলো গাঁজা সহ তাদের আটক করেছিলো পুলিশ। ইন্সপেকটর মন্টু রঞ্জন দাস তদস্ত শেষে দু'জনের বিরুদ্ধে আদালতে

সোনার বাজার দর

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। গাঁজা

পাচারের দায়ে বিহারের দুই

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৮০০ ভরি ঃ ৫৫,৭৬৬

লোক চাই

''চাউমিন ফ্যাক্টরিতে কাচা চাউমিন তৈরি করার জন্য দক্ষ কারিগর চাই। ঠিকানা ঃ আগরতলা বিমানবন্দর এর কাছে।

> (M) 7005853499 8787564144

হারানো বিজ্ঞপ্তি

Orginal nursing marksheet, TNC Registration হারিয়ে যায়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন তাহলে এই মোবাইল (8974284595) ফোন করলে উপকৃত হইব।

Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।

Mob - 8416082015

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, **১৭ জানুয়ারি।।** নির্যাতনের পর স্ত্রীর মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্বামী এবং ননদের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় তরুণী গৃহবধূ অর্চনা নাথের শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। সেই মামলায় আদালত অভিযুক্ত স্বামী এবং ননদকে ৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। ২০১৭ সালের ১৬ আগস্ট মৃতার বাবা মণিন্দ্র দেবনাথ পানিসাগর থানায় তার মেয়েকে হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল মৃতার স্বামী দিলীপ নাথ (২৪) এবং তার বোন সঙ্গীতা নাথকে (৪০)। এই মামলার রায় ঘোষণা হয় সোমবার। ধর্মনগর আদালত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে

অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৯৮(এ)/৩০৬ ধারায় ৩ বছরের সশ্রম কারাদত্তে দণ্ডিত করে। মৃতার বাবা মণিন্দ্র দেবনাথ মামলায় বলেছিলেন ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ তার মেয়ের সাথে দিলীপ নাথের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে অভিযুক্ত স্বামী পণের জন্য তার স্ত্রী'র উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। ননদ সঙ্গীতা নাথও ক্রমাগত ভাইয়ের স্ত্রী'র উপর নিৰ্যাতন চালিয়ে যায়। ১৫ আগস্ট সকালে অভিযুক্ত স্বামী এবং ননদ মিলে জোরপূর্বক অর্চনার মুখে বিষ ঢেলে দেয়। পরবর্তী সময় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও প্রাণরক্ষা করা যায়নি। এরপরই মণিক্র দেবনাথ পানিসাগর থানায়

খনের মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার তদস্তকারী অফিসার ছিলেন এসআই দেবেন্দ্র দেববর্মা। তদন্ত শেষে তিনি চার্জশিট আদালতে জমা দেন। ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। চার্জশিটেও অভিযুক্ত স্বামী এবং ননদকেই অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময় আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশেষে এদিন সেই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মামলায় অভিযুক্ত দু'জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাদের কারণেই যে মণিন্দ্র দেবনাথের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে তা আদালতে প্রমাণিত হওয়ায় দোষীদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন পার্থ পাল।

বিহারের দুই গাঁজা পাচারকারীর জেল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চার্জশিট জমা করেন। জানা গেছে, ওইদিন দেওঘর এক্সপ্রেস দিয়ে মিঠু এবং অমর গাঁজা নিতে বাধারঘাট রেল স্টেশনের মূল গেট দিয়ে প্রবেশ করেছিলো। তখনই তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। এই মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর বিশ্বজিৎ দেব জানান, আদালত দুই অভিযুক্তকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে। একই সঙ্গে তাদের এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড। এই মামলায় সরকার পক্ষে আটজন সাক্ষী দেন।

শহরে ফের বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। শহরে বাইক চুরি কিছুতেই থামছে না। আবারও বাইক চুরির ঘটনা মিলন সংঘ এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মিলন সংঘের চৌধুরী মিলের কাছে চুরি গেছে একটি খ্ল্যামার বাইক। বাইকটি চুরি যাওয়ার পর এডিনগর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন মালিক যতন দে। তিনি থানায় জানিয়েছেন, নিতাই পালের বাডির সামনে বাইকটি রাখা ছিলো। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে দেখেন বাইকটি নেই। তার টিআর ০১-পি-৫২৮৯ নম্বরের বাইকটি চুরির ঘটনা গোটা এলাকাবাসীদেরও জানিয়েছেন যতন।

ব্যাস এখন আরু দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধ সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্তর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপরা (নিয়ার শনি মন্দির)

<u>जल रेटिया अत्रन छालिक्ष</u>

Free (त्रवा 3 घ°ढाग्र 100% गातान्डिट्ट सद्याधान

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

> चात वाम A to Z मद्यमग्रात मद्योधीन যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে



বিশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



চাপ আসছিলো। গত কয়েকদিন ছাত্র আন্দোলনের চাপে পরীক্ষা পিছিয়ে দিলো টিপস



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১৭ জানুয়ারি।। পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হলো টিপস কর্তৃপক্ষ। সোমবার থেকে শুরু হতে যাওয়া পরীক্ষা দশদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ছাত্ৰছাত্ৰীদের হোস্টেল ছাড়তে নোটিশও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নোটিশ ঘিরেই আবারও উত্তেজনা দেখা দেয়। টিপস-এর ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত দাবিসনদ জানিয়ে এদিনের জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে। রবিবার রাত থেকেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে টিপস-এর ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোস্টেলে থাকা একাধিক ছাত্র করোনা পজিটিভ হয়। এই দাবিতে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন ছাত্রছাত্রীরা। একই সঙ্গে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিপস কর্তৃপক্ষের হোস্টেল ছাড়ার নির্দেশিকার বিরুদ্ধ

আন্দোলন শুরু হয়। রাতভর এই আন্দোলনের পর সোমবার সকালে টিপস-র সামনে মিছিলও বের করে ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিমা নাথ নামে টিপস-এর এক শিক্ষিকা সাংবাদিকদের জানান, আমরা একাধিকবার ছাত্রদের সঙ্গে কথা আমরা সরকারি নিয়ম মানতে বাধ্য। এখন বাইরের রাজ্যের ছাত্ররা হোস্টেলে থাকার দাবিতে আন্দোলন শুর করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ টিপস কর্তৃ পক্ষের এই ধরনের অতিমারির জন্য এখন ঘর ভাডা ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড অসুবিধা হবে। সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিও করেছেন তিনি।

বলতে গেছি। তারা কথা না বলেই আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। এই মুহুর্তে তারা কেউ পরীক্ষা দিতে চায় না। তাদের দাবি মেনে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসকের নির্দেশিকা মেনে ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত হোস্টেল ছাড়তে বলা হয়েছে। এর জন্য নোটিশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা হোস্টেল ছাড়তে নারাজ। বিশেষ করে বাইরের রাজ্যের ছাত্ররা এই মুহুর্তে হোস্টেল ছাড়তে চাইছে না।

অমানবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের দাবি, করোনা পাওয়া যাবে না। পরীক্ষা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলে থাকার সুবিধা দিতে হবে। এই মুহুর্তে হোস্টেল থেকে বের করে দিলে কিন্তু টিপস তাদের এই দাবি মানতে নারাজ। সরকারি নির্দেশিকার বাহানায় অমানবিক আচরণ শুরু করেছে টিপস কর্তৃ পক্ষ বলে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ। টিপস এবং ইকফাইয়ে পরীক্ষা স্থগিত রাখতে দাবি তুললেন এনএসইউ'র সভাপতি সম্রাট রায়। তিনি রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রেখে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে দাবি তুলেছেন।করোনা অতিমারিতে

প্রচারসজ্জা নম্ভ, শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। সিপিআইএম'র প্রচারসজ্জা নম্টের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনা সোনামুড়ায়। সিপিআইএম'র সিপাহিজলা জেলা কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে শহর এলাকায় ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। কিন্তু রবিবার রাতে কে বা কারা ওই সব প্রচারসজ্জা নম্ট করে দেয়। সোমবার সকালে প্রচারসজ্জা নম্টের বিষয়টি সবার নজরে আসে। ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাম বিধায়ক শ্যামল চক্রবতী সরাসরি অভিযোগের আঙ্গুল তুলেন বিজেপির দিকে। আগামী ১৯ জানুয়ারি সোনামুড়া টাউন হলে সিপিআইএম'র জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে বিরোধীদের জন্যই কি নাইট বিধিনিষেধ থাকে না। বিরোধীরা



গিয়ে শ্যামল চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেন নাইট কারফিউ চলাকালে তাও আবার থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কিভাবে দুষ্কৃতিরা প্রচারসজ্জা নস্ত করলো? তার প্রশ্ন শুধুমাত্র অনুষ্ঠান হয় সেখানে কোন দলের লোকদের মাধ্যমে করোনা

কারফিউ? রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারি অনুষ্ঠানের নামে মেলা, পূজা-সহ নাচ-গান হচ্ছে। শাসক দলের নেতাদের উপস্থিতিতে যখন

কিছু করতে চাইলেই কারফিউ। পুলিশ প্রশাসন এসব দেখেও দেখছে না। তারা নীরবই থাকছেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন, শাসক ছড়ায় না। শুধুমাত্র সব নিয়মকানুন

হোক। এর আগেও সোনামুড়ায় একই কায়দায় বিরোধীদের প্রচারসজ্জা নম্ট করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কারোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই এবারের ঘটনাতেও কারোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মনে করা হচেছ না। অনেকেই বলছেন, এভাবে প্রচারসজ্জা নষ্ট করে শান্তির পরিবেশকে বিনম্ভ করার চেষ্টা চলছে। তাই প্রশাসনকে অবিলম্বে

কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিরোধীদের জন্য প্রযোজ্য হয়। তার

অভিযোগ, রবিবার রাতে

সিপিআইএম'র প্রচারসজ্জা নম্টের

পেছনেও শাসক দলের লোকজন

জড়িত। তিনি দাবি জানিয়েছেন এসব কাজের সাথে যারা জড়িত

তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা